CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-347 ■ 26 September, 2026 ■ আগরতলা ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ইং ■ ৮ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তীতে

স্বনির্ভর ভারত গড়তে প্রয়োজন সেবার মানসিকতা ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস)।। দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে সকলকে দৃঢ় সংকল্প ও সেবার মানসিকতা নিয়ে কাজ করার আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর আওতায় বারাণসী থেকে বডনগরের উদ্দেশে যাত্রারত 'সেবা যাত্রীদের' সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময়ের সময় এই বার্তা দেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশকে স্বনির্ভর করে তুলতে হবে। সামনে নানা চ্যালেঞ্জ আসবে। তবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার মতো মূল্যবোধ ও মানসিকতা দেশের মানুষের রয়েছে। তাই প্রতিদিন নতুন উদ্যম এবং সেবার চেতনা নিয়ে জাতীয় কল্যাণ ও জাতীয় সেবার কাজে এগিয়ে যেতে হবে। 'জনসেবাই জাতীয় সেবা' এই মন্ত্রে জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান তিনি।

দেশের উন্নয়নের কেন্দ্রে জনসেবাকে রাখার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে সেবা যাত্রীদের অনেক কিছু শেখার সুযোগ রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে তাঁদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, অভিজ্ঞতা ও নতুন চিন্তাধারা সম্পর্কে জানা সম্ভব।

তিনি বলেন, এই যাত্রায় যত বেশি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যাবে এবং তাঁদের কাছে গিয়ে তাঁদের জীবন ও অভিজ্ঞতা থেকে শেখা যাবে, ততই এই যাত্রা সফল হবে। দেশের বৈচিত্র্য, বিস্তৃতি ও সামগ্রিকতার মধ্যে এক বিশাল সম্পদ রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ২৫ বছরের জনজীবনকে সামনে রেখে 'সেবা সংকল্প অভিযান' শুরু হয়েছে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই অভিযানের অংশ হিসেবেই 'সেবা যাত্রা' পরিচালিত হচ্ছে। যাত্রায় অংশগ্রহণকারীরা দেশের বিভিন্ন রাজ্য, জেলা, মহকুমা, ব্লক ও গ্রামাঞ্চলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করছেন।

বারাণসী ও বডনগরের মধ্যে দুই দিক থেকে মোটরসাইকেল যাত্রায় তরুণরা অংশ নিচ্ছেন। যাত্রাপথে বিভিন্ন এলাকায় স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়ের পাশাপাশি নানা সমাজসেবামূলক কর্মসূচিতেও অংশ নিচ্ছেন তাঁরা। এর মধ্যে রয়েছে পুকুর, মন্দির, বিদ্যালয়, উদ্যান,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জ্ঞানেশের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাল প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর ।। নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। এদিন অফিস লেন এলাকায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের কাছে কংগ্রেসের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা বিক্ষোভে সামিল হন। বিক্ষোভ থেকে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়। এ সময় মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুতুলও পোড়ানো হয়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহা-সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুদীপ রায় বর্মন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও গ্রেফতারের দাবি জানান। তাঁর অভিযোগ, সাম্প্রতিক সময়ে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন পদক্ষেপ দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যপ্রণালী নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তৈরি করেছে।

একই সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সমালোচনা করে সুদীপ রায় বর্মন অভিযোগ করেন, শিক্ষক, শিক্ষিত বেকার যুবক, সরকারি কর্মচারী, শ্রমিক ও কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা যথাযথ গুরুত্ব পাচ্ছে না। সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবি ও সমস্যাকে সামনে রেখে কংগ্রেস

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সমাজ গঠনে তরুণ প্রজন্মের কাছে তিনি হলেন দিশারী ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর ।। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের "একাত্ম মানবতাবাদ" ও "অন্ত্যোদয়" দর্শন আজও দেশ ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সমাজের অন্তিম প্রান্তে থাকা মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাঁকে উন্নয়নের মূল স্রোতে শামিল করাই ছিল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান চিন্তা। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখেই সকলের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে রাজ্য সরকার।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত রাজ্যস্তরের অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা থেকে মুক্ত হতে হবে ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং মোহনপুর পুর পরিষদ ও মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ সহযোগিতায় মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতি হলে আজ পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথ একটি গাছে জল সিঞ্চনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের মূল ভাবনা ছিল একাত্ম মানববাদ যা শুধু মানুষের শারীরিক ও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেট আন্দোলনে পুলিশি পদক্ষেপ

প্রতিবাদে আগরতলায় বাম ছাত্র-যুব সংগঠনের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর ।। টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থীদের আন্দোলনে পুলিশি পদক্ষেপের প্রতিবাদে শুক্রবার সন্ধ্যায় আগরতলায় বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ কর্মসূচি পালন করল বামপন্থী ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি। ডিওয়াইএফআই, টিওয়াইএফ, এসএফআই এবং টিএসইউ-এর উদ্যোগে এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়।

বৃহস্পতিবার শিক্ষা ভবনের সামনে টেট উত্তীর্ণদের আন্দোলনের সময় পুলিশি পদক্ষেপের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই শুক্রবারের কর্মসূচি বলে সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়। ছাত্র যুব ভবন থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হলে পুলিশ মিছিলটি আটকে দেওয়ার চেষ্টা করে। এ সময় আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয় বলে জানা গেছে।

পুলিশি বাধা অতিক্রম করে মিছিল এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরে আন্দোলনকারীরা প্যারাডাইস চৌমুহনি এলাকায় সড়ক

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মরত অবস্থায় এএনএম কর্মীর আকস্মিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ সেপ্টেম্বর।। কর্মরত অবস্থায় আচমকা অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল খিলপাড়া আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির (সাব-সেন্টার)-এর এএনএম কর্মী সুপ্রীতি দেবনাথের। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে স্বাস্থ্য দপ্তর ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। জানা গেছে, গতকাল নিজ কর্মস্থলে কর্তব্যরত অবস্থায় আচমকা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন সুপ্রীতি দেবনাথ। সহকর্মীরা জানান, অসুস্থ অবস্থায় তাঁর নাক ও মুখ দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়। দ্রুত তাঁকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হলেও হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

পরে তাঁর মরদেহ টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। আজ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের সদস্যদের হাতে মরদেহ তুলে দেওয়া হয়। এরপর গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মীরা একত্রিত হয়ে প্রয়াত স্বাস্থ্যকর্মীর মরদেহে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান।

এরপর তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় খিলপাড়া প্রাথমিক উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে সহকর্মী, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এবং খিলপাড়া ও পশ্চিম খিলপাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান মিমনমিয়া মির্ধা-সহ স্থানীয়রা মরদেহে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানান। সহকর্মীদের বক্তব্য অনুযায়ী,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া ট্রাফিক জরিমানা ১৬০ কোটি ঃ এসপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর ।। ২০২০ সাল থেকে ত্রিপুরায় প্রায় ১৬ লক্ষ ই-চালান বকেয়া পড়ে রয়েছে। বকেয়া ট্রাফিক জরিমানার পরিমাণ প্রায় ১৬০ কোটি টাকা বলে জানিয়েছে ত্রিপুরা ট্রাফিক পুলিশ। আসন্ন দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে যানজট নিয়ন্ত্রণ ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আরও কঠোর করার পাশাপাশি এবার পুজোর সময় নির্দিষ্ট 'নো-এন্ট্রি' এলাকায় প্রবেশের জন্য পাস দেওয়ার ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম চালু করা হচ্ছে।

শুক্রবার, ২৫ সেপ্টেম্বর এক সাংবাদিক সম্মেলনে ট্রাফিক পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ কান্তা জাঙ্গির জানান, যেসব গাড়ির ট্রাফিক জরিমানা বা চালান বকেয়া রয়েছে, তাদের পুজোর সময় নির্ধারিত নো-এন্ট্রি এলাকায় প্রবেশের জন্য কোনও পাস দেওয়া হবে না।

তিনি জানান, গত বছর প্রায় ৬, ৫০০টি পাস দেওয়া হয়েছিল। তবে এ বছর বকেয়া চালান থাকা কোনও গাড়ি পাস পাওয়ার যোগ্য হবে না। মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ড. মানিক সাহার নির্দেশে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ট্রাফিক পুলিশ ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ ডিজিটাল পাস ব্যবস্থার দিকেও এগোচ্ছে। পাসে কারচুপি বা নকল পাস তৈরি করে ব্যবহার করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। একই সঙ্গে পাস বাতিল এবং ভবিষ্যতে পাস পাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞাও জারি হতে পারে বলে সতর্ক করেন ট্রাফিক এসপি।

তিনি স্পষ্ট করেন, এই পাস ব্যবস্থা মূলত জরুরি পরিষেবার যানবাহনের সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়েছে। তাই শুধুমাত্র নির্ধারিত জরুরি প্রয়োজনে এর ব্যবহার করা উচিত।

কান্তা জাঙ্গির জানান, ত্রিপুরায় প্রতি বছর ট্রাফিক জরিমানা বাবদ প্রায় ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকা আদায় হয়। তবে আগের বছরগুলির বিপুল পরিমাণ জরিমানা এখনও অনাদায়ী রয়েছে।

দুর্গাপূজার সময় যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে ১৭ থেকে ২০ অক্টোবর প্রতিদিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ১টা পর্যন্ত একাধিক এলাকায় নো-এন্ট্রি বিধিনিষেধ জারি থাকবে। এ বছর এর সঙ্গে আরও দুটি নতুন নো-এন্ট্রি এলাকা যুক্ত করা হয়েছে।

যানজট নিয়ন্ত্রণে বাস, মিনিবাস,

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজ শিক্ষক সংকট

১৭৮ অতিথি অধ্যাপক নিয়োগের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর ।। ত্রিপুরার সরকারি ডিগ্রি কলেজগুলিতে শিক্ষক সংকটের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে কর্মরত ১৭৮ জন অতিথি অধ্যাপককে সহকারী অধ্যাপক পদে বিবেচনার জন্য এককালীন, স্বচ্ছ ও আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি বিস্তারিত প্রতিনিধিপত্র জমা দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট অতিথি অধ্যাপকেরা।

প্রতিনিধিপত্রের প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে উচ্চশিক্ষামন্ত্রী, মুখ্যসচিব এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিবের কাছেও।আবেদনকারীদের দাবি, সংশ্লিষ্ট ১৭৮ জন অতিথি অধ্যাপকের অধিকাংশই সরকারি ডিগ্রি কলেজে ৫ থেকে ১৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছেন। সাধারণ ও পেশাগত ডিগ্রি কলেজে কর্মরত এই শিক্ষকেরা পাঠদানের পাশাপাশি পরীক্ষা গ্রহণ, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শদান এবং বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

তবে চলতি বছরের ৩১ আগস্ট থেকে তাঁদের অতিথি শিক্ষক হিসেবে পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে একদিকে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, অন্যদিকে সরকারি কলেজগুলিতে শিক্ষক সংকট আরও প্রকট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে তাঁদের বক্তব্য।

প্রতিনিধিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, রাজ্যের সরকারি কলেজগুলিতে বর্তমানে প্রায় ৫০৭ জন নিয়মিত

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বার্ণালী গোস্বামীকে শোকজ নোটিশ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর ।। ধর্মনগর মণ্ডল এলাকায় একটি 'অনভিপ্রেত' ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে দলীয় সদস্য বার্ণালী গোস্বামীকে শোকজ নোটিস দিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি। ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে জারি করা ওই নোটিসে ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের উল্লেখ করে তাঁর কাছে ঘটনার বিষয়ে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

বিজেপির নিয়ম ও শৃঙ্খলা কমিটির পক্ষ থেকে জারি করা নোটিসে বলা হয়েছে, ধর্মনগর মণ্ডল এলাকায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনাকে ঘিরে ইলেকট্রনিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বার্ণালী গোস্বামীর নাম উঠে এসেছে। ওই ঘটনা একটি অনভিপ্রেত পরিস্থিতি তৈরি করেছে এবং বিষয়টি রাজ্য

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্য নির্বাচন কমিশনের অপসারণের দাবিতে

২৬ থেকে ২ অক্টোবর রাজ্যজুড়ে বামেদের বিক্ষোভ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর ।। ভারতের নির্বাচন কমিশনের কার্যপ্রণালী ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের দাবিতে ত্রিপুরায় আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করল পাঁচ বাম দল। শুক্রবার সন্ধ্যায় সিপিআই(এম)-এর রাজ্য দপ্তর দশরথ দেব ভবনে পাঁচ বাম দলের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য বামফ্রন্ট কমিটির আহ্বায়ক তথা সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মানিক দে। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই-এর মিলন বৈদ্য, আরএসপি নেতা দীপক দেব, ফরওয়ার্ড ব্লকের রঘুনাথ সরকার এবং সিপিআই(এমএল)-লিবারেশনের স্বপন বণিক।

বৈঠক শেষে পাঁচ বাম দলের পক্ষ থেকে মানিক দে জানান, দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে ত্রিপুরাতেও সিপিআই(এম), সিপিআই, সিপিআই(এমএল)-লিবারেশন, ফরওয়ার্ড ব্লক ও আরএসপি যৌথভাবে আন্দোলনে নামবে। আগরতলাসহ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হবে।

পাঁচ বাম দলের ঘোষিত চার দফা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচনে প্রচার জমজমাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর ।। আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন। নির্বাচনকে সামনে রেখে ধনপুর বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন ভিলেজে প্রচারের শেষ মুহূর্তে ব্যস্ততা তুঙ্গে। শাসকদল বিজেপি ও বামপন্থী দলসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে নিজেদের প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রচারের পাশাপাশি ভোটারদের মধ্যেও নির্বাচন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, পছন্দের প্রার্থী বা রাজনৈতিক দলকেই ভোট দেবেন তাঁরা। তবে ভোটগ্রহণ যাতে শান্তিপূর্ণ ও অবাধ পরিবেশে সম্পন্ন হয়, সেই আবেদনও জানাচ্ছেন ভোটাররা রাজনৈতিক দলগুলির কাছে। শুক্রবার দুপুরে মনাই পাথর ভিলেজের অন্তর্গত টিলাবাড়ি এলাকায় প্রচারের সময় এমনই ছবি দেখা যায়। স্থানীয় বাসিন্দা ৭৮ বছর বয়সী পহেলা রাম জানান, দীর্ঘদিন ধরে যে রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করে আসছেন, এবারও সেই দলকেই ভোট দেবেন। তাঁর কথায়, প্রার্থীর পাশাপাশি রাজনৈতিক দলের প্রতীকও ভোটদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

এদিন এলাকায় বামপন্থী দলের কর্মী চয়ন পাল ও ভজন সরকার প্রচারে গেলে তাঁদের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় হয়। পহেলা রামের বাড়ির পাশে বসে থাকা কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাও জানান, তাঁরা নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেবেন। তবে ভোটকেন্দ্রে যাতে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় থাকে, সেটিই তাঁদের অন্যতম প্রত্যাশা।

অন্যদিকে, কালিখলা এডিসি ভিলেজের লেদ্রাবাড়ির ঠনঠনিয়া বাজার এলাকায় এদিন মিছিল ও পথসভার আয়োজন করা হয়। মিছিল শেষে অনুষ্ঠিত জমায়েত সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআইএম সোনামুড়া বিভাগীয় কমিটির সদস্য কৌশিক চন্দ।

কাঠালিয়া ব্লকের অন্তর্গত চারটি এবং মোহনভোগ ব্লকের অন্তর্গত ছয়টিএই দুই ব্লক মিলিয়ে মোট ১০টি এডিসি ভিলেজ রয়েছে। নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই এই এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক তৎপরতা বাড়ছে। শাসক ও বিরোধী দলের প্রার্থীদের প্রচারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন গ্রাম ও বাজার এলাকা।

শেষ মুহূর্তের প্রচারে বাড়ি বাড়ি জনসংযোগ, মিছিল ও পথসভাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপও ক্রমশ বাড়ছে। তবে শেষ পর্যন্ত এই ১০টি এডিসি ভিলেজে ভোটারদের রায় কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের পক্ষে যায়, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। ২৮ সেপ্টেম্বর ভোটগ্রহণের পরই স্পষ্ট হবে ভোটারদের চূড়ান্ত রায়।

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 26-09-2026, 00:18

জাগরণ আগরতলা, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ইং
৮ আশ্বিন, শনিবার ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

হাউস হাজবেন্ড’ নয় কেন ?

মাদ্রাজ হাই কোর্ট সম্প্রতি এক বিবাহবিচ্ছেদ মামলার শুনানিতে চিরাচরিত সামাজিক অচলায়তন ভাঙিয়া ‘হাউস হাজবেন্ড’ বা গৃহস্বামী ধারণার পক্ষে সওয়াল করিয়াছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সমাজে যদি ‘হাউস ওয়াইফ’ (গৃহবধূ) থাকিতে পারে, তবে ‘হাউস হাজবেন্ড’ কেন হইতে পারিবে না? বিচারপতি জি আর স্বামীনাথন এবং বিচারপতি এম ডি সুমথির ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, ‘হোমমেকার’ বা গৃহস্থালি পরিচালনাকারী শব্দটি সম্পূর্ণ লিঙ্গ-নিরপেক্ষ। আদালত জানাইয়াছে, স্বামীদের ঘরের দায়িত্ব নেওয়ার এই বিষয়টি এবার সমাজে ‘নতুন স্বাভাবিকতা’ হিসাবে গড়িয়া ওঠা উচিত। এর ফলে বহু পরিবার ও বৈবাহিক সম্পর্ক ভাঙনের হাত থেকে রক্ষা পাইতে পারে। অর্থ উপার্জন করা এবং ঘরের কাজ সামলানোউভয় ভূমিকাই সমান সম্মানের যোগ্য। আদালত সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী এক পর্যবেক্ষণের উল্লেখ করে মনে করাইয়া দেয় যে, ঘরের কাজেরও এক বিশাল অর্থনৈতিক মূল্য রহিয়াছে। বর্তমান সময়ে নারীরা অনেক বেশি কর্মমুখী ও ক্যারিয়ার-সচেতন হইয়া উঠিয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে কর্মজীবী নারীরা বিয়েকে তাঁহাদের ক্যারিয়ারের অন্তরায় হিসেবে দেখিতেছেন। এই পরিস্থিতিতে পুরুষরা যদি স্বেচ্ছায় ঘরের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসেন, তবে বৈবাহিক সম্পর্কের ভারসাম্য বজায় রাখা সহজ হইবে। তামিলনাড়ুর তিরুভান্নামালাইয়ের এক চিকিৎসক দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় এই পর্যবেক্ষণটি জানায় আদালত। দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিরোধের পর পারস্পরিক সম্মতিতে তাঁহাদের বিবাহবিচ্ছেদের আবেদন মঞ্জুর করিবার সময় আদালতের এই ডিভিশন বেঞ্চ বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষের ভূমিকার এই পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়।

হাউস ওয়াইফ’ যদি হইতে পারে, তবে ‘হাউস হাজবেন্ড’ কেন হইতে পারে না? অর্থাৎ, স্ত্রী যদি বাড়িতে থেকে ঘর সামলাইতে পারেন, তাহলে স্বামী কেন পারিবেন না? সম্প্রতি এক মামলায় এই প্রশ্নই তুলিলেন মাদ্রাজ হাই কোর্টের বিচারপতি। চিরাচরিত অচলায়তন ভাঙার পক্ষে সওয়াল করিয়া আদালতের মত, অতীতের এই সব রীতি বদলানোর সময়ে আসিয়াছে এখন।এক চিকিৎসক দম্পতির বিচ্ছেদ মামলার শুনানি চলাকালীন হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, “সমাজে যদি গৃহবধূর ভূমিকা থাকিতে পারে তাহা হইলে গৃহস্বামীর ভূমিকাও সমানভাবে স্বাভাবিক হইতে।” ভারতের সামাজিক ব্যবস্থা ও দাম্পত্য জীবনের ভারসাম্যের উপর জোর দিয়া আদালত বলে, “আমাদের সংস্কৃতিতে পরিবারই সমাজের মৌলিক একক। পরিবার চালানোর জন্য অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব এবং সংসার পরিচালনার দায়িত্ব, উভয়ই সমান শ্রদ্ধা ও মর্যাদার দাবি রাখে। অনেক সময় মহিলারা বিয়েকে তাঁদের কর্মজীবনে সামনে একটি বাধা হিসেবে দেখিতে শুরু করে। যাহার জেরে সমাজে অবিবাহিত মহিলার সংখ্যা বাড়িতেছে। এখন স্বামীরা যদি গৃহস্থালীর কাজ ও সন্তান লালন-পালনের দায়িত্ব সমানভাবে ভাগ করিয়া নিতে শুরু করেন তাহা হইলে অবস্থার পরিবর্তন হইবে। ‘হাউস ওয়াইফ’ বা ‘গৃহবধূ’র উপর বাড়ির সব দায়িত্ব ন্যাস্ত হইতে পারে না। পুরুষরাও যদি অবদান রাখেন তবে বিবাহ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী হবে, পারিবারিক কাঠামো রক্ষা হইবে।”

উল্লেখ্য, আদালতের এই পর্যবেক্ষণ উঠিয়া আসিয়াছে তিরুভান্নামালাইয়ের এক চিকিৎসক দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ মামলার প্রেক্ষিতে। ২০১১ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। সেই সময় তাঁরা দু’জনেই পুদুচেরির এক মেডিক্যাল কলেজে কর্মরত ছিলেন। তাঁদের পুত্র সন্তানের জন্মের পর, স্ত্রী সন্তান পালিনের জন্য বাপের বাড়ি চলে যান এবং স্বামী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। ২০১৬ সালে তাঁহাদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম হয়। ২০২০ সালে কোভিড চলাকালীন একসঙ্গে ছিলেন তাঁরা। সেই সময় থেকে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের হয়।নিম্ন আদালতের পর উচ্চ আদালত তাঁহাদের বিবাহ বিচ্ছেদের আর্জি মঞ্জুর হইয়াছে। পারস্পরিক সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পন্ন হলেও স্বামী তাঁর স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য খোরপোষ বাবদ মোট ২.৫ কোটি টাকা দেবেন। এর মধ্যে ৩ মাসের মধ্যে ১.৫ কোটি টাকা দিতে হইবে। আদালত নির্দেশ দিয়াছে, এক বছরের মধ্যে দম্পতির উভয় সন্তানের নামে ৫০ লক্ষ টাকা করিয়া ফিক্সড ডিপোজিট (এফডি) জমা দিতে হইবে।

বিলোনিয়ায় পোষণ মা ২০২৬ উপলক্ষে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর: জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে দক্ষিণ জেলার বিলোনিয়ায় পোষণ মা ২০২৬ উপলক্ষে বিশেষ সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার কলেজ স্কোয়ারের অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে মা ও কিশোরীদের পুষ্টি, অপুষ্টিজনিত সমস্যা এবং গর্ভকালীন সময়ে সঠিক পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা হৈমন্তী রায় বর্মন, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জ্যোতির্ময় দাস, ডি.সি.এম. কৃষ্ণ প্রসাদ পাল, জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক প্রবীর দেববর্মা এবং অন্যান্য অতিথিরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ। পোষণ মা ২০২৬ উপলক্ষে বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. সৌরভ দাস।

অনুষ্ঠানের সূচনায় অতিথিরা চারা গাছে জল সিঞ্চন করেন। এরপর পোষণ বিষয়ক গান এবং মনোরমা শিশু নিকেতনের নৃত্যশিল্পীদের সমবেত নৃত্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক প্রবীর দেববর্মা পোষণ মা ২০২৬-এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রমের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরেন। অন্যান্য বক্তারাও মা ও কিশোরীদের মধ্যে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁরা বলেন, একজন সুস্থ মা-ই সুস্থ সন্তানের জন্ম দিতে পারেন। তাই গর্ভাবস্থায় মায়েদের পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গর্ভবতী মা ও কিশোরীদের সঠিক পুষ্টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

বিশেষ বক্তা ডা. সৌরভ দাস তাঁর বক্তব্যে পুষ্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত মা ও মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেন তিনি।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে পুষ্টি বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে আলোচিত বিষয়গুলির ওপর প্রশ্ন করা হলে উপস্থিতরা উৎসাহের সঙ্গে কুইজে অংশগ্রহণ করেন। সঠিক উত্তরদাতাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

এদিন জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে গর্ভবতী মায়েদের হাতে পুষ্টি কিট তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি পোষণ মা কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তিদেরও দপ্তরের পক্ষ থেকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে অতিথিরা জেলা সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত পুষ্টি কিটের প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন। পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মা ও শিশুদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই ধরনের কর্মসূচির গুরুত্বের কথাও অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়।

ইপিএফ-এর মজুরি-সীমা বৃদ্ধি: ধাপে ধাপে আরও মজবুত সামাজিক সুরক্ষার জাল

শ্রী ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন এবং শ্রীমতী শ্রুতি সিং, শ্রী ভি. অনন্ত নাগেশ্বরন, ভারত সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এবং শ্রীমতী শ্রুতি সিং, ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিষেবার একজন আধিকারিক

বিশ্বকর্মা জয়ন্তীতে শ্রমিক ও কারিগরদের সম্মানে পালিত এই উৎসবের দিনে সরকার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত নিয়ে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও)-এর মজুরি-সীমা মাসে ১৫,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫,০০০ টাকা করার ঘোষণা করেছে। কেউ প্রশ্ন করতেই পারেন, মজুরি-সীমা ১০, ০০০ টাকা বাড়লে তাতে কী এমন পরিবর্তন হবে? এই সংশোধনের প্রয়োজনই বা কেন এবং এর ফলে শ্রমিক বা নিয়োগকর্তার উপর কী প্রভাব পড়বে? তাহলে আসুন, একেবারে গোড়া থেকেই বিষয়টি বোঝা যাক। এই বর্ধিত মজুরি-সীমা ২৫,০০০ টাকা হল বাধ্যতামূলক ইপিএফএমপ্লয়িজ ‘পেনশন স্কিম (ইপিএস) এবং এমপ্লয়িজ’ ডিপোজিট- লিঙ্কডইনস্যুরেন্স (ইডিএলআই)- এর আওতাভুক্তির সীমা। এই তিনটি প্রকল্পই ভারতে বেতনভোগী কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার মূল ভিত্তি, অবসর ও জরুরি প্রয়োজনে আর্থিক সঞ্চয়, নিয়োগকর্তার অবদানে গঠিত একটি পেনশন তহবিল যা অবসরের পর পেনশন প্রদানে সহায়তা করে, এবং নিয়োগকর্তার অবদানেই পরিচালিত জীবনবিমা, যা কর্মীর মৃত্যু হলে তাঁর পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেয়। বাস্তবতার বিচারে, ২০১৪ সালে নির্ধারিত একটি সীমার সঙ্গে এই সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আটকে রাখা যুক্তিযুক্ত নয়, বিশেষত যখন এর মধ্যে মজুরি, ন্যূনতম মজুরি এবং জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমাগত বেড়েছে। আগের সীমা অনুযায়ী, মাসিক ১৫,০০০ টাকার বেশি মজুরি নিয়ে কোনও নতুন কর্মী কাজে যোগ দিলে তিনি বাধ্যতামূলক ইপিএফ-এর আওতার বাইরে থাকতেন, ইপিএস-এর সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হতেন না এবং ইডিএলআই-এর সুরক্ষাও পেতেন না। অন্যদিকে, কোনও কর্মীর মজুরি সময়ের সঙ্গে বেড়ে এই সীমা অতিক্রম করলেও তাঁর ইপিএফকভারেজ বন্ধ হত না। তবে ইপিএস-এর ক্ষেত্রে তাঁর পেনশনযোগ্য মজুরি ১৫,০০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে, বেশি মজুরি পাওয়া কর্মীরা চাইলেস্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থার আওতায় আসতে পারেন। কিন্তু সমস্যাটি হল, এই সীমার ঊর্ধ্বে স্বেচ্ছায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কর্মী ও নিয়োগকর্তার যৌথ সম্মতিই প্রয়োজন। অর্থাৎ, বিষয়টি নিশ্চিত অধিকার না হয়ে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াত। মজুরি-সীমা বাড়ানোর ফলে এই কভারেজ আর আলোচনার ওপর নির্ভরশীল থাকছে না; এটি কর্মীর একটি অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

বর্ধিত মজুরি-সীমা শ্রমিকদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে না, তবে এটি আনুষ্ঠানিক সামাজিক সুরক্ষার জালকে আরও কিছুটা ন্যায্য এবং আরও বিস্তৃত করেছে। ১০,০০০ টাকা বৃদ্ধি হয়তো খুব বড় বলে মনে নাও হতে পারে, কিন্তু এর ফলে সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় আসা অতিরিক্ত ৫১ লক্ষ কর্মীর সংখ্যা মোটেই সামান্য নয়। আর অধিকাংশ সরকারি সুবিধার ক্ষেত্রে, এই সুবিধা পেতে কর্মীকে আলাদা করে কিছু করতেও হবে না। ভবিষ্যৎ-এর পরিকল্পনা করা এবং তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ স্বভাবতই খুব একটা দক্ষ নয়। ৬৫ বছর বয়সে নিজের যে ভবিষ্যৎ রূপটি হবে, তার জন্য কেউ সাধারণত আলাদা করে বাজেট তৈরি করেন না। আমরা প্রায়শই পরে পাওয়া বড় পুরস্কারের চেয়ে দ্রুত পাওয়া ছোট পুরস্কারকে বেছে নিই। আচরণগত অর্থনীতিতে এই প্রবণতাকে বলা হয় ‘হাইপারবোলিকডিসকাউন্টিং’। ফলে সীমিত আয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের নিজের জন্য বা ভবিষ্যতের কোনও পরিস্থিতির জন্য সঞ্চয় ও পরিকল্পনা করার চেয়ে তাৎক্ষণিক ভোগের প্রয়োজন মেটানোই অনেক সময় বেশি কঠিন হয়ে পড়ে। এই কারণেই ইপিএফও-র মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত বাধ্যতামূলক সামাজিক সুরক্ষা অবদানের ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে কোনও কর্মীর ইচ্ছা বা আত্মনিয়ন্ত্রণের ওপর নির্ভর করে না। পেনশনের জন্য নির্ধারিত অর্থ কর্মীর অ্যাকাউন্টে পৌঁছনোর আগেই আলাদা করে রাখা হয়যে অর্থ চোখেই দেখা যায় না, তা খরচ করাও সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে, প্রতি মাসে বেতনের একটি ছোট অংশ আলাদা করে জমা হতে থাকে। এর মাধ্যমে গড়ে ওঠে অবসরকালীন তহবিল, যা জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারও করা যায়। পাশাপাশি থাকে জীবনবিমার সুরক্ষাওকর্মীকে অতিরিক্ত কোনও উদ্যোগ নিতে হয় না।

তবে এই সংশোধনের সঙ্গে নিয়োগকর্তার জন্য একটি অতিরিক্ত খরচও যুক্ত হয়েছে। বাধ্যতামূলক মজুরি-সীমা এখন ২৫,০০০ টাকা হওয়ায় নিয়োগ কর্তাদের আরও বড় সংখ্যক কর্মীকে বিধিবদ্ধ ইপিএফ-এর আওতায় আনতে হবে এবং তাঁদের মাসিক অবদানের দায়ওবাড়বে। ধরা যাক, কোনও কর্মীর মাসিক বেতন ২২,০০০ টাকা এবং আগে তিনি বাধ্যতামূলক ইপিএফ-এর আওতার বাইরে ছিলেন। এখন এই কর্মীর জন্য নিয়োগকর্তাকে আইন অনুযায়ী ইপিএফ-এর সুবিধা দিতে হবে। নিয়োগকর্তাকে বেতনের ১২ শতাংশ অবদান রাখতে হবে, যার একটি অংশ ইপিএস পেনশন প্রকল্পে এবং বাকি অংশ কর্মীর নিজস্ব ইপিএফঅ্যাকাউন্টে যাবে। অর্থাৎ, প্রতি কর্মীর জন্য মাসে ২,৬৪০ টাকা, বছরে ৩১,৬৮০ টাকা। এমন ২০ জন কর্মী থাকলে বছরে অতিরিক্ত বেতন-সংক্রান্ত খরচ দাঁড়াবে ৬,৩৩,৬০০ টাকা। এর সঙ্গে ইডিএলই বিমার অবদানও যুক্ত হবে। যদিও সেই অঙ্ক তুলনামূলকভাবে কম, এখন তা বেশি মজুরি-ভিত্তির ওপর হিসাব করা হবে। ফলে নতুন কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাদের জন্য এটি একটি বাস্তব অতিরিক্ত ব্যয়।

কোম্পানির জন্য অতিরিক্ত খরচ হবে, এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছনো স্বাভাবিক। কিন্তু এটি কেবল প্রথম পর্যায়ের প্রভাব। বাস্তবে কর্মসংস্থানের বাজার এর চেয়ে অনেক বেশি জটিল। উচ্চতর ইপিএফকভারেজনিয়োগের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক সংকেত হিসেবে কাজ করতে পারে, যা আরও দক্ষ ও উৎপাদনশীল কর্মীদের আকৃষ্ট করতে সাহায্য করবে। কারণ, নতুন কর্মীরা কোনও চাকরি মূল্যায়নের সময় শুধু মাসিক বেতনের দিকে তাকান না। এই কভারেজ কর্মীদের ধরে রাখার ক্ষেত্রেও সহায়ক হতে পারে। পেনশন ও বিমার সুবিধা থাকা একজন কর্মী সম্ভবত দীর্ঘদিন প্রতিষ্ঠানে থাকতে চাইবেন এবং শুরু থেকেই কিছুটা বেশি নিরাপত্তা অনুভব করবেন। দূরদর্শী নিয়োগকর্তারা ইতিমধ্যেই বিষয়টি বুঝেছেন এবং যোগ্য কর্মীদের আকৃষ্ট করতে স্বেচ্ছায় ইপিএফ কভারেজ দিয়ে থাকেন। সামাজিক সুরক্ষার মূল ভাবনাটিই হলএকটি ট্র্যাম্পোলিনের মতো, এটি শুধু আপনাকে পড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করবে না, বরং আবার ঘুরে দাঁড়াতেও সাহায্য করবে। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হল, জরুরি পরিস্থিতি বা অবসরকালে কর্মীদের এমন একটি তহবিল দেওয়া, যেখান থেকে তাঁরা প্রয়োজনে অর্থ নিতে পারবেন। এর ফলে সাময়িক কোনও সংকট যেন আজীবনের আর্থিক দুর্ভোগে পরিণত না হয় এবং মানুষ ঋণের ফাঁদে আটকে না পড়েন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার মতো উদ্যোগ, যা স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য করে তুলেছে। পাশাপাশি কর্মসংস্থানের পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে কর্মীদের প্রস্তুত করতে দক্ষতা বৃদ্ধির, পুনরায় দক্ষতা অর্জনের এবং নতুন দক্ষতা অর্জনের জন্য শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে শক্তিশালী সংযোগ-সহ একটি দক্ষতা উন্নয়ন পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। অটল পেনশন যোজনা আরও নীচু আয়ের স্তরের মানুষের জন্য অবদান ভিত্তিক পেনশনের আওতা বাড়িয়েছে। যারা বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে এবং অর্থনৈতিক ও বাজারের প্রবৃদ্ধির সুফলে অংশীদার হতে প্রস্তুত, তাঁদের জন্য এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক সুরক্ষার এই ‘ট্র্যাম্পোলিন’কে এক একটি স্প্রিং বা ধাপ শক্তিশালী করে আরও মজবুত করে তোলা হচ্ছে।

ড্রোন, সাইবার হামলা, অপপ্রচার: ইউরোপে যে “হাইব্রিড যুদ্ধ” চালানোর অভিযোগ রাশিয়ার বিরুদ্ধে

লুইস বারুচো

গত মাসে লেইপজিগ/হালে বিমানবন্দরে ড্রোন হামলার জন্য জার্মানি সরাসরি মস্কোকে দায়ী করার পর রাশিয়া ও পশ্চিমাদের মধ্যে উত্তেজনা বেড়েছে।

জার্মানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক্সান্ডার ডোব্রিন্ট বলেন, বিস্ফোরকবাহী একটি ড্রোন মোতায়েনের ঘটনা ছিল ‘ইউরোপে রাশিয়ার হাইব্রিড অভিযানের সুপ্রতিষ্ঠিত ধরন’ অনুসরণ করে সংঘটিত; অর্থাৎ, প্রকাশ্য সংঘাতে না গিয়ে চাপ প্রয়োগের জন্য সামরিক ও অসামরিক কৌশলের ব্যবহার করা হয়েছে বলে তিনি ইঙ্গিত করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় জার্মানি ও রাশিয়া পরস্পরের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দিয়েছে, যার মধ্যে বন শহরে রুশ কনস্যুলেটও রয়েছে।

লেইপজিগ/হালে বিমানবন্দর, যা কিয়েভকে সহায়তার জন্য লজিস্টিক কার্যক্রমে জড়িত ছিল, সেখানে হামলার ঘটনাকে ইউরোপে দেখা ‘আরও উদ্বেগজনক হাইব্রিড কর্মকাণ্ডগুলোর একটি’ হিসেবে বর্ণনা করেন নেটোতে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ম্যাথিউ হুইটেকার।

তিনি আরও বলেন, ‘এটি যে গ্রহণযোগ্য নয় এবং আমরা তা মেনে নেব না, তা জোরালোভাবে প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ।’ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এটি আরও বিস্তৃত একটি ধারার অংশ, যা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর থেকে ইউরোপজুড়ে ক্রমেই বেশি দেখা যাচ্ছে। লেইপজিগের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে মস্কো এবং জার্মানির অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। আগের ঘটনাগুলো নিয়েও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তারা।

পশ্চিমে “বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা” সৃষ্টির চেষ্টা করছে মস্কো

চলতি বছরের শুরুর দিকে ব্রাতিস্লাভাভিত্তিক গবেষণা সংস্থা গ্লোবসেক জানায়, তারা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ইউরোপের বিরুদ্ধে রাশিয়ার ১৫১টি কর্মকাণ্ড শনাক্ত করেছে, যদিও তাদের ধারণা প্রকৃত সংখ্যা আরও অনেক বেশি। এর মধ্যে ছিল হত্যাচেষ্টা, অগ্নিসংযোগ, নাশকতা, ভাঙচুর এবং জনঅস্থিরতা।

তারা বলেছে, পোল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, লিথুয়ানিয়া, এস্তোনিয়া এবং যুক্তরাজ্যের মতো দেশে এ ধরনের হামলার ধরন ‘দৃঢ়ভাবে ইঙ্গিত করে যে ইউক্রেনকে সমর্থন করাই’ এসব ঘটনার পেছনে ‘সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একক কারণ’। অগাস্টে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেশনাল রিসার্চ সার্ভিসের একটি প্রতিবেদনে ইউরোপীয় দেশগুলোর বিরুদ্ধে রাশিয়ার হামলার অভিযোগের তালিকা প্রকাশ করা হয়, যার মধ্যে ছিল ‘হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তার, সাইবার হামলা এবং আকাশসীমা লঙ্ঘনসহ অন্যান্য ঘটনা’ যার মধ্যে রেলপথ ও সমুদ্রতলের কেবলে হামলার ঘটনাও ছিল। যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণা সংস্থা রুসির এমিলি ফেরিস বলেন, ২০২২ সালের পর থেকে হামলার ঘনত্ব ও পরিসর বেড়েছে। তার মতে, মস্কো ‘পশ্চিমে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলা’ সৃষ্টি করতে এবং ইউক্রেনকে সমর্থন দেওয়ার জন্য ‘নেটোর ব্যয় বাড়াতে’ চায়, তবে একই সঙ্গে ‘যুদ্ধের সীমার নিচে’ থাকতে চায়। গ্লোবসেকের অ্যাসোসিয়েট ফেলো ম্যাকসিম বেজনোসিউক বলেন, ক্রেমলিন ‘নেটোর প্রস্তুতি পরীক্ষা করছে, মিত্রদের মধ্যে রাজনৈতিক ও আইনি বিভাজনকে কাজে লাগাচ্ছে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অনিশ্চয়তা তৈরি করছে’।

বেজনোসিউকের মতে, রাশিয়ার হাইব্রিড যুদ্ধের বাড়তি ব্যবহার মূলত ইউক্রেনে ‘হতাহতের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি রাখা’, সোভিয়েত যুগের সরঞ্জামের ক্ষয়, বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক চাপ এবং যুদ্ধে প্রচলিত সামরিক উপায়ে নির্ণায়ক সাফল্য অর্জনের জটিলতারও প্রতিক্রিয়া। তিনি বলেন, ‘ইউরোপের বিরুদ্ধে হাইব্রিড অভিযান ক্রমশ এমন একটি কৌশলে পরিণত হচ্ছে, যার লক্ষ্য কম খরচ ও কম ঝুঁকিতে ইউক্রেনের সামরিক সহায়তার পথে বাধা তৈরি এবং ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনকে দুর্বল করা। একই সঙ্গে সংহতি নাশ ও রাজনৈতিক উদ্বেগ সৃষ্টি করা।’ এখন পর্যন্ত রাশিয়ার ওপর দায় চাপানো অধিকাংশ কর্মকাণ্ড সীমিত ক্ষতি করেছে, তবে কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন যে এগুলো নিরাপত্তা ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য সম্পদ ব্যয় করিয়েছে। ইউক্রেনে সরবরাহ পাঠানোর ক্ষেত্রে নেটোর লজিস্টিক মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত পোল্যান্ড এর একটি উদাহরণ। ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে পোল্যান্ড সরকার সরবরাহ ব্যবহৃত একটি রেলপথে বিস্ফোরণের ঘটনাকে ‘অভূতপূর্ব নাশকতা’ বলে বর্ণনা করে এবং বলে যে সবকিছুই রাশিয়ার দিকে ইঙ্গিত করছে।

রাশিয়া জড়িত থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

ঘটনাটি পোল্যান্ডকে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো সুরক্ষায় সহায়তার জন্য সর্বোচ্চ ১০ হাজার সেনা মোতায়েন করে একটি সামরিক অভিযান শুরু করতে উদ্বুদ্ধ করে। এবং জানুয়ারিতে দেশটির পূর্ব সীমান্তে ড্রোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ৪০০ কোটি ডলার মূল্যের চুক্তি স্বাক্ষর করে।

জার্মানি, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সামরিক স্থাপনা, বিমানবন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর কাছে রাশিয়া-সংশ্লিষ্ট সন্দেহভাজন ড্রোন তৎপরতার খবরও পাওয়া গেছে। তবে হাইব্রিড কর্মকাণ্ড কেবল ভৌত নাশকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইউরোপীয় সরকারগুলো রাশিয়া-সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্কগুলোর বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ এনেছে, যেখানে ভুয়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট, বানোয়াট প্রতিবেদন এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই দিয়ে তৈরি কনটেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

ফরাসি কর্তৃপক্ষ ২০২৭ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের লক্ষ্য করে পরিচালিত সন্দেহজনক রাশিয়া- সংশ্লিষ্ট প্রভাব বিস্তার অভিযানের তদন্ত করেছে।

জার্মানিতে কর্মকর্তারা আঞ্চলিক ভোটের আগে ভুয়া তথ্য ছড়ানো এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা দুর্বল করার প্রচেষ্টার বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

বেজনোসিউক বলেন, ‘মৌলিক লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়নি। বিপুলসংখ্যক ভোটারকে সরাসরি প্রভাবিত করার প্রয়োজন নেই মস্কোর। তারা বিদ্যমান বিভাজনকে কাজে লাগাতে পারে, রাশিয়ার সমালোচক রাজনীতিকদের বদনাম করতে পারে, রাজনৈতিক মেরুকরণকে বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং ধীরে ধীরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আস্থা ক্ষয় করতে পারে।’

বিশেষজ্ঞদের মতে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাশিয়া তার বৈরী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজের দূরত্ব বজায় রাখার নতুন পদ্ধতি খুঁজে পেয়েছে। ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের পর ইউরোপীয় সরকারগুলো এই উপসংহারে পৌঁছায় যে রুশ কূটনৈতিক মিশনগুলো ব্যাপকভাবে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তারা কূটনৈতিক পরিচয়ের আড়ালে গোয়েন্দা হিসেবে কাজ করছে বলে সন্দেহ করা কর্মকর্তাদের বহিষ্কার করে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, এরপর থেকে মস্কো ইউরোপীয় পাল্টা গোয়েন্দা ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যেতে অনলাইনে তৃতীয় দেশের নাগরিকদের নিয়োগে অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে। ফেরিস বলেন, ‘এগুলো আর দূতাবাসের মাধ্যমে হচ্ছে না। এগুলো হচ্ছে এই প্রক্সিদের মাধ্যমে।’ তিনি আরও বলেন, বিদেশি নাগরিকদের ব্যবহার, যারা সাধারণত মতাদর্শের চেয়ে অর্থের দ্বারা বেশি প্রভাবিত, বৈরী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ক্রেমলিনের যোগসূত্র প্রমাণ করা কঠিন করে তোলে। জানুয়ারিতে লিথুয়ানিয়ার কর্তৃপক্ষ রাশিয়ার জিআরইউ সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে তারা ২০২৪ সালে ইউক্রেনের সেনাবাহিনীর জন্য রেডিও ওয়েভ স্ক্যানার সরবরাহকারী একটি কারখানায় অগ্নিসংযোগের চেষ্টার পরিকল্পনা করেছিল। স্পেন, কলম্বিয়া, কিউবা, রাশিয়া ও বেলারুশের ছয়জন নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড হতে পারে। গ্লোবসেকের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইউরোপে রাশিয়া-সংশ্লিষ্ট হামলায় জড়িত ১৭২ জন ব্যক্তির ৯৫ শতাংশই ছিলেন ‘রুশ গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে কোনো আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক নেই এমন সাধারণ নাগরিক’। ফেরিস বলেন, ‘এর ফলে রাশিয়া থেকে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়,’ এবং উল্লেখ করেন যে এতে দায় নির্ধারণ ধীর ও আইনগতভাবে জটিল হয়ে পড়ে। ‘এসব তথ্য প্রকাশ পেতে সত্যিই অনেক সময় লাগে, তাই বিষয়টি বেশ কঠিন হয়ে যায়,’ বলেন তিনি। বেজনোসিউক রাশিয়ার তথাকথিত “শ্যাডো ফ্লিট”-এর পরিবর্তিত ভূমিকাও তুলে ধরেন। এটি তেলবাহী ট্যাংকার ও অন্যান্য বাণিজ্যিক জাহাজের একটি নেটওয়ার্ক, যা মস্কোর বিরুদ্ধে পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞা এড়াতে বিদেশি পতাকা ও বিদেশে নিবন্ধিত শেল কোম্পানির অধীনে পরিচালিত হয়। ২০২৪ সাল থেকে এই বহরের জাহাজগুলোর সঙ্গে সমুদ্রতলের কেবল ও পাইপলাইনের ক্ষতি, এবং বাল্টিক ও উত্তর সাগর অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর কাছে নজরদারি ও ড্রোন তৎপরতার মতো সন্দেহভাজন ঘটনার যোগসূত্র ক্রমশ বেশি তুলে ধরা হচ্ছে। অন্যান্য অভিযোগের মতোই রাশিয়া এটিও অস্বীকার করেছে।

কী করা যেতে পারে?

বেজনোসিউক মনে করেন, নেটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচিত এই হুমকিকে কেবল ‘বাগাড়ম্বরপূর্ণ স্বীকৃতি’ দেওয়ার পর্যায় থেকে এগিয়ে যাওয়া এবং রুশ নাশকতাকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত ও মোকাবিলা করা হবে তা আরও স্পষ্ট করা। তার মতে, নাশকতার ঘটনাগুলোকে রাষ্ট্রীয় বৈরী কর্মকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা উচিত।

তিনি কূটনৈতিক চলাচলে আরও কঠোর বিধিনিষেধ, রাশিয়ার শ্যাডো ফ্লিটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা এবং নির্বাচনের আগে গণমাধ্যম বিষয়ক সচেতনতা বাড়াতে অধিক বিনিয়োগের পক্ষে। নেটো ও ইইউভুক্ত দেশগুলো জানিয়েছে যে তারা গোয়েন্দা সহযোগিতা জোরদার করছে, গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর সুরক্ষা বাড়াচ্ছে এবং রাশিয়া- সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও জাহাজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা সম্প্রসারণ করছে। তবে কর্মকর্তারা বলছেন, হাইব্রিড হুমকির ধরন পরিবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও সমন্বয়ের প্রয়োজন হবে।

ফেরিস ২০১৮ সালে ইংল্যান্ডের স্যালিসবারিতে সাবেক রুশ গুপ্তচর সের্গেই স্ক্রিপাল ও তার মেয়ের ওপর হত্যাচেষ্টার পর সমন্বিত প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ দেন, যখন ইউরোপীয় দেশগুলো ‘একসঙ্গে হয়েছিল’ এবং ‘সংহতির অংশ হিসেবে বিপুলসংখ্যক রুশ কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছিল’। তার মতে, এই পদক্ষেপ ‘ইউরোপে রুশ গোয়েন্দা নেটওয়ার্ককে বেশ সফলভাবে ব্যাহত করেছিল’।

“ভুল বোঝাবুঝির অনেক সুযোগ রয়েছে” ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে দুই বিশেষজ্ঞই বলছেন, নেটোর সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করার সম্ভাবনা রাশিয়ার কম। ফেরিস উল্লেখ করেন, ইউক্রেনের যুদ্ধ যখনই শেষ হোক না কেন, রাশিয়ার সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে কয়েক বছর সময় লাগবে। বেজনোসিউকের মতে,‘আরও সম্ভাব্য দৃশ্যপট’ হলো নেটোর পূর্ব প্রান্তে রাশিয়ার ‘সীমিত এবং ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রাজনৈতিক-সামরিক উসকানি’। তবে উভয় বিশ্লেষকই ধারণা করছেন, রাশিয়ার হাইব্রিড যুদ্ধের ব্যবহার আরও বাড়বে। বেজনোসিউকের মতে, উন্মুক্ত সংঘাত শুরু না করে নেটোর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে রাশিয়া ২০২৭ সাল পর্যন্ত নাশকতা, সাইবার অভিযান এবং বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারের মতো কৌশল ব্যবহার করে হাইব্রিড তৎপরতা বাড়াতে পারে। তিনি বলেন,‘যতদিন এসব অভিযান কম ব্যয়বহুল থাকবে, দ্রুত দায় নির্ধারণ করা কঠিন হবে এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ মাত্রার বিঘ্ন ও রাজনৈতিক উদ্বেগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে, ততদিন মস্কোর জন্য ইউরোপের দুর্বলতা ও সীমারেখা পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার শক্তিশালী প্রণোদনা থাকবে।’

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

এনইপি শিক্ষার কেন্দ্রে সমালোচনামূলক চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দেয়: প্রহ্লাদ যোশী

বেঙ্গালুরু, ২৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ শিক্ষাব্যবস্থার কেন্দ্রে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা, পরীক্ষামূলক শিক্ষা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতাকে গুরুত্ব দিয়েছে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। একই সঙ্গে ছোটবয়স থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

শুক্রবার বেঙ্গালুরুর ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে (আইআইএসসি) আয়োজিত 'সেবা ফার্স্ট ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ'-এ বক্তব্য রাখতে গিয়ে যোশী বলেন, শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পড়ুয়াদের চাকরির জন্য প্রস্তুত করা নয়। বরং তাদের সমালোচনামূলকভাবে ভাবতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে, নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে এবং বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান খুঁজতে উৎসাহিত করাই এর লক্ষ্য।

কর্ণাটকের প্রসঙ্গ তুলে যোশী অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার এনইপি ২০২০-এর বাস্তবায়ন বন্ধ করে দিয়েছে। কর্ণাটকে এর আগে এনইপি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হলেও পরবর্তীতে কংগ্রেস সরকার নীতিটি থেকে সরে এসে আঞ্চলিক বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি রাজ্য শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, বর্তমানে দেশের ১০ হাজারেরও বেশি অটল টিঙ্কারিং ল্যাবের সঙ্গে ১.১ কোটিরও বেশি পড়ুয়া যুক্ত রয়েছে। এসব ল্যাবে কাজ করে পড়ুয়ারা ইতিমধ্যে ১৬ লক্ষেরও বেশি উদ্ভাবনী প্রকল্প তৈরি করেছে।

নিজের অটল টিঙ্কারিং ল্যাব পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে যোশী বলেন, কয়েকটি স্কুলে যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ল্যাব তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাঁর মতে, পড়ুয়াদের ভয় ছাড়াই এসব সুবিধা ব্যবহার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ দিতে হবে। কারণ তরুণদের চিন্তাভাবনা ও সমালোচনামূলক দক্ষতা বিকাশ করাই এর মূল উদ্দেশ্য।

তিনি জানান, আগামী পাঁচ বছরে স্কুলগুলিতে আরও ৫০ হাজার অটল টিঙ্কারিং ল্যাব স্থাপনের ঘোষণা করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও ১৭,৩০০-এর বেশি ইনস্টিটিউশন ইনোভেশন কাউন্সিল গড়ে তোলা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে উঠে আসা বিভিন্ন উদ্ভাবনের কথাও তুলে ধরেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এর মধ্যে আইআইটি মাদ্রাজের তৈরি 'হোমোসাপ' নামের রোবোটিক সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারকারী যন্ত্র এবং কথা বলার ক্ষমতা হারানো ব্যক্তিদের কণ্ঠস্বর প্রদানে সহায়ক 'ইলেকট্রোল্যারিংক্স'-এর কথা উল্লেখ করেন তিনি।

এছাড়া তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের বাসন ব্যবহারের উপযোগী এনআইটি ওয়ারাঙ্গলের তৈরি একটি ইন্ডাকশন চুলার কথাও জানান যোশী। তাঁর মতে, এই ধরনের উদ্ভাবন ছোট বলে মনে হলেও সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের একাধিক সমস্যার সমাধান করতে পারে।

তিনি বলেন, ভারতের তরুণদের শুধু দেশের জন্য নয়, গোটা বিশ্বের জন্যও সমাধান ও উদ্ভাবন তৈরি করতে হবে। তাঁর কথায়, "ভারতে উদ্ভাবন করুন, ভারতে তৈরি করুন, শুধু ভারতের জন্য নয়, বিশ্বের জন্যও।"

যোশী জানান, ভারতের ৬৫ শতাংশেরও বেশি মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। দেশের এই তরুণ জনসংখ্যাকে তিনি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় সুযোগ হিসেবে উল্লেখ করেন।

সীমান্তবর্তী প্রযুক্তিতে সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়েও তিনি কথা বলেন। তিনি জানান, স্বাস্থ্য পরিষেবা, টেকসই শহর, কৃষি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে চারটি উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এর জন্য মোট ১,৪৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

তিনি আরও জানান, 'স্মার্ট ইন্ডিয়া হ্যাকাথন'-এ ১৮ লক্ষেরও বেশি পড়ুয়া অংশ নিয়েছে। সরকারি দফতর, শিল্পক্ষেত্র এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে দেওয়া প্রায় ৩,১৫৮টি বাস্তব সমস্যার সমাধানে তারা কাজ করেছে।

ফ্রান্সের নিস শহরে আয়োজিত 'ভারত ইনোভেটস' অনুষ্ঠানের কথাও উল্লেখ করেন যোশী। সেখানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উঠে আসা ১২০টি গভীর প্রযুক্তিনির্ভর স্টার্টআপের উদ্ভাবন তুলে ধরা হয়েছিল। তিনি জানান, ফ্রান্সের রাষ্ট্রপ্রধান প্রথমে উদ্ভাবনী প্রদর্শনী দেখার জন্য ২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করলেও পরে পড়ুয়া ও অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কথা বলতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় ব্যয় করেন।

এরপর কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে একই ধরনের উদ্ভাবনী প্রদর্শনী আয়োজনের জন্য ২০টিরও বেশি অনুরোধ পাওয়া গেছে বলেও জানান তিনি। ভারতীয় তরুণদের দক্ষতা এবং দেশের নীতিগত স্থিতিশীলতার প্রতি বাড়তে থাকা আস্থাকেই এর কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন যোশী।

তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ে তোলার লক্ষ্য মূলত আজকের তরুণ প্রজন্মকে কেন্দ্র করেই। আগামী কয়েক দশকে দেশের উন্নয়নের সুফল তারাই ভোগ করবে।

টেলিযোগাযোগ ক্ষেত্রেও ভারতের অগ্রগতির কথা তুলে ধরে যোশী বলেন, ৫জি প্রযুক্তি ভারতে তৈরি হয়েছে এবং ৬জি প্রযুক্তিও ভারতীয় প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করার লক্ষ্য রয়েছে। বর্তমানে ভারতে তৈরি স্মার্টফোনের নকশা মূলত দেশের বাইরে করা হয়। আগামী দিনে ভারতে স্মার্টফোনের নকশা ও উৎপাদন দুটিই করার পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে তা বিক্রির লক্ষ্য রয়েছে বলেও জানান তিনি।

এফওয়াই২৭-তে বাস্তবায়নকেন্দ্রিক পর্যায়ে ভারতের সড়ক ক্ষেত্র, বিনিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাজ্যগুলির: রিপোর্ট

মুম্বই, ২৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারতে সড়ক পরিকাঠামো সম্প্রসারণ গত এক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এই ক্ষেত্র দ্রুত সম্প্রসারণের পরিবর্তে প্রকল্প বাস্তবায়ন, সম্পূর্ণকরণ ও সম্পদের কার্যকর ব্যবহারের দিকে আরও বেশি গুরুত্ব দেবে বলে একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

কেয়ারএজ রেটিংসের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ভারতে মোট সড়ক নেটওয়ার্ক ছিল প্রায় ৫২.৩০ লক্ষ কিলোমিটার। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩.৭৩ লক্ষ কিলোমিটার। একই সময়ে জাতীয় সড়ক নেটওয়ার্ক প্রায় ১ লক্ষ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ১.৪৭ লক্ষ কিলোমিটার হয়েছে।

চার লেন বা তার বেশি প্রশস্ত জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্যও ২৫,৮৫৪ কিলোমিটার থেকে বেড়ে ৪৫,৫১৬ কিলোমিটারে পৌঁছেছে। ২০১৫-১৬ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের মধ্যে সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে সড়ক ক্ষেত্রে বার্ষিক মূলধনী ব্যয় ০.৯৪ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ২.৬২ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, উল্লেখযোগ্য সড়ক সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগের এক দশকের পর ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে এই ক্ষেত্র একটি পরিবর্তনের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে। এখন দ্রুত নতুন সম্পদ তৈরির পরিবর্তে প্রকল্পের বাস্তবায়নের মান, চালু করা এবং সম্পদের আর্থিকীকরণের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

কেয়ারএজ রেটিংসের সিনিয়র ডিরেক্টর রাজশ্রী মুরকুটে বলেন, ভারতীয় সড়ক ক্ষেত্র দ্রুত সম্প্রসারণের পর্যায় থেকে এমন একটি পর্যায়ে যাচ্ছে, যেখানে বাস্তবায়নের গুণমান, প্রকল্প চালু করা এবং সম্পদের আর্থিকীকরণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

তাঁর মতে, সংশোধিত বিওটি-টোল কাঠামো এবং শক্তিশালী প্রকল্প অনুমোদনের পাইপলাইনের কারণে এফওয়াই২৭-তে জাতীয় সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন কিছুটা গতি পেতে পারে। তবে নতুন প্রকল্প অনুমোদন কমে যাওয়া এবং বাস্তবায়নের বিভিন্ন সমস্যার কারণে নির্মাণের গতি আরও কমতে পারে।

রিপোর্ট অনুযায়ী, জাতীয় সড়ক প্রকল্পের বার্ষিক অনুমোদন এফওয়াই২২-তে সর্বোচ্চ ১২,৭৩১ কিলোমিটারে পৌঁছেছিল। এফওয়াই২৭-তে তা আনুমানিক ৭,০০০ কিলোমিটারে নেমে এসেছে।

সড়ক নির্মাণের দৈনিক গড় গতিও এফওয়াই২১-তে সর্বোচ্চ ৩৬.৮ কিলোমিটারে পৌঁছেছিল। এফওয়াই২৬-তে তা কমে ২৫ কিলোমিটার হয়েছে। এফওয়াই২৭-তে এই গতি আরও কমে দৈনিক প্রায় ২১ কিলোমিটার হতে পারে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ পুরো অর্থবর্ষে প্রায় ৭,৭৫০ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ হতে পারে।

এফওয়াই২৫ ও এফওয়াই২৬-এ তুলনামূলক কম প্রকল্প অনুমোদন এবং চলমান প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমস্যাকেই নির্মাণের গতি কমার অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, সড়ক ক্ষেত্রে বিনিয়োগের প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে রাজ্য সরকারগুলি ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এফওয়াই২৭-তে রাজ্যগুলির সড়ক পরিকাঠামোয় মূলধনী ব্যয় কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়কে ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে কেয়ারএজ রেটিংসের অনুমান।

আঞ্চলিক ও আন্তঃরাজ্য নয়, বরং রাজ্যের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়াই এর অন্যতম কারণ। একই সঙ্গে জাতীয় সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন কিছুটা কমলেও ইতিমধ্যে নেওয়া প্রকল্পগুলি দ্রুত সম্পূর্ণ করার দিকে নজর বাড়ছে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের মূলধনী ব্যয় এবং ইতিমধ্যে চালু হওয়া হাইব্রিড অ্যানুইটি মডেল ও টোল প্রকল্পের সংখ্যা বাড়ায় সড়ক ক্ষেত্রের আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা সহায়তা মিলবে। এসব চালু প্রকল্প থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি নগদ প্রবাহের দৃশ্যমানতা তৈরি হচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে, ভারতের সড়ক ক্ষেত্র এখন দ্রুত নতুন সম্পদ তৈরির পর্যায় থেকে বিদ্যমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন, সম্পূর্ণকরণ এবং কার্যকর ব্যবহারের দিকে এগোচ্ছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

হিমালয়ের জলবায়ু সহনশীলতা বাড়াতে নেপাল-ভারত-চীন ব্যবস্থার প্রস্তাব নেপালের প্রধানমন্ত্রী শাহের

কাঠমান্ডু, ২৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): হিমালয় অঞ্চলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করতে নেপাল, ভারত ও চীনকে নিয়ে একটি 'হিমালয়ান ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স মেকানিজম' গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ। বুধবার নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই প্রস্তাব দেন তিনি।

শাহের প্রস্তাবিত এই ত্রিপাক্ষিক ব্যবস্থায় স্যাটেলাইট তথ্য ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা বিনিময়, বিপজ্জনক হিমবাহ-হ্রদ পর্যবেক্ষণ এবং আঞ্চলিক আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে।

তিনি বলেন, "বিপজ্জনক হিমবাহ-হ্রদগুলি পর্যবেক্ষণ করি। যৌথ আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করি। আর দুর্যোগ আঘাত হানলে সীমান্তের ওপারে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহায়তা পৌঁছে দিই।"

হিমালয়কে তথ্যের বিচ্ছিন্নতার সীমান্ত নয়, বরং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পরীক্ষাগার হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান নেপালের প্রধানমন্ত্রী।

গত ২৬ আগস্ট নেপালে ভয়াবহ বন্যায় একাধিক পার্বত্য জনপদ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার প্রসঙ্গ তুলে ধরে শাহ বলেন, এই বিপর্যয়ের তীব্রতা অনেকেই 'মাউন্টেন সুনামি' বা 'হিমালয়ান সুনামি' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

নেপালের জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এই বন্যায় ১,৪৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৫,৫৫০ জন নিখোঁজ রয়েছেন। নিখোঁজদের মধ্যে ৬৩৬ জন বিদেশি নাগরিক।

বিশেষজ্ঞদের একাংশ এই বিপর্যয়কে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বলে উল্লেখ করেছেন। ভোতেকোশি ও ত্রিশূলী নদী করিডরে বন্যার ফলে বহু বসতি, সেতু ও রাস্তা ভেসে যাওয়ার পাশাপাশি স্কুল, বাড়িঘর, জীবিকা ও অন্যান্য পরিকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

শাহ জানান, নেপাল তার ভূখণ্ডের প্রায় অর্ধেক জুড়ে বনভূমি পুনরুদ্ধার করেছে। পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন জ্বালানির চাহিদা মেটাতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানো হচ্ছে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, নেপালে বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যবহার বাড়ানো হচ্ছে এবং স্থানীয় স্তরে জলবায়ু অভিযোজন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান জলবায়ুজনিত দুর্যোগের তীব্রতা ও ঘনত্ব মোকাবিলায় আরও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনে নেপালের অবদান অত্যন্ত সামান্য উল্লেখ করে শাহ বলেন, বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে নেপালের অংশ ০.১ শতাংশেরও কম। অথচ জলবায়ু সংকটের কারণে দেশটিকে বিপুল মূল্য দিতে হচ্ছে।

তাঁর কথায়, হিমবাহগুলি দ্রুত সরে যাচ্ছে, পাহাড়ের ঢাল আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে এবং নদীগুলির গতিপ্রকৃতি ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। প্রতিটি বড় দুর্যোগ নেপালের বহু বছরের উন্নয়নকে পিছিয়ে দেওয়ার আশঙ্কা তৈরি করছে।

শাহ বলেন, নেপালের কাছে জলবায়ু বিপর্যয় শুধুমাত্র মানবিক সংকট নয়, এটি উন্নয়নেরও জরুরি সংকট। দুর্যোগে রাস্তা, সেতু, স্কুল, বাড়িঘর, কৃষিজমি ও মানুষের জীবিকা ধ্বংস হচ্ছে। ভবিষ্যতের জ্বালানি চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্ন জ্বালানি পরিকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিশন এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অথরিটির যৌথ প্রযুক্তিগত দলের তৈরি র‍্যাপিড ডিজাস্টার নিডস অ্যাসেসমেন্ট বা আরডিএনএ রিপোর্ট অনুযায়ী, সাম্প্রতিক বন্যায় প্রায় ২.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামো ও সম্পদের পুনর্গঠন এবং পুনরুদ্ধারের জন্য প্রায় ৪.৭৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হবে বলে রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছে, যা নেপালের মোট জিডিপির প্রায় ১০ শতাংশের সমান।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি ত্রাণ ও পুনর্গঠনের পাশাপাশি দায়বদ্ধতা, ক্ষতিপূরণ এবং দীর্ঘমেয়াদি সহনশীলতার ওপর গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান শাহ।তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য আরও বেশি অনুদানভিত্তিক আন্তর্জাতিক সহায়তার দাবি জানান। তাঁর বক্তব্য, জলবায়ুজনিত দুর্যোগে দরিদ্র দেশের পরিকাঠামো ধ্বংস হলে তার সমাধান শুধুমাত্র নতুন বড় ঋণ বা ছোট ছোট অনুদানের ওপর নির্ভর করতে পারে না।

'লস অ্যান্ড ড্যামেজ ফান্ড' এবং 'গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি'-সহ বিভিন্ন অর্থায়ন ব্যবস্থা এখনও যথেষ্ট নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। জলবায়ু অর্থায়ন পাওয়ার ক্ষেত্রে জটিল আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে শাহ বলেন, বিপর্যস্ত দেশগুলিকে সাহায্যের প্রয়োজন প্রমাণ করতে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হওয়া উচিত নয়।

ভবিষ্যতে জলবায়ুজনিত চরম পরিস্থিতি আরও বাড়তে পারে বলে সতর্ক করে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন, পুরনো পরিসংখ্যান ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে আর পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। দুর্যোগের পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে আগাম প্রস্তুতির সংস্কৃতি গড়ে তোলার ওপর জোর দেন তিনি।জলবায়ু সহনশীল পরিকাঠামোয় বিনিয়োগ, বিমা ও উদ্ভাবনের প্রসার এবং আরও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে শাহ জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমানোরও ডাক দেন। পাশাপাশি এমন ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন, যা দ্রুত সতর্কবার্তা দিয়ে মানুষের জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

ভারত তৈরি করতে, উদ্ভাবন করতে এবং বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম: পীযূষ গোয়েল

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত শুধু নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পণ্য উৎপাদন করছে না, বিশ্বের জন্যও পণ্য তৈরি করছে বলে মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগের ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে শুক্রবার তিনি বলেন, ভারতের সক্ষমতার ওপর আস্থা রেখেই এই উদ্যোগের পথচলা শুরু হয়েছিল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ পীযূষ গোয়েল লেখেন, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এমন একটি ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যার মূল বিশ্বাস হল ভারত বিশ্বের জন্য পণ্য তৈরি করতে পারে। তাঁর মতে, এটি শুধুমাত্র একটি মাইলফলক নয়, বরং একটি দেশ নিজের সক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রাখলে এবং সরকার ধারাবাহিক সংস্কার ও পদক্ষেপের মাধ্যমে সেই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করলে কী অর্জন করা সম্ভব, তারও স্মারক।

২০১৪ সালের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সেই সময় ভারতের উৎপাদন সক্ষমতা নিয়ে নানা আলোচনা ছিল। দেশের বাজারে ব্যবহৃত বহু পণ্য আমদানি করা হতো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই পরিস্থিতিকে ভারতের ভবিতব্য হিসেবে মেনে নেননি।

পীযূষ গোয়েল বলেন, প্রধানমন্ত্রী এমন একটি ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ব্যবহৃত পণ্যে গর্বের সঙ্গে 'মেড ইন ইন্ডিয়া' লেখা থাকবে এবং সেই পণ্য গুণমানের জন্য পরিচিত হবে। বর্তমানে সেই স্বপ্ন বাস্তব রূপ নিচ্ছে বলেও দাবি করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ভারতে সর্বোচ্চ বার্ষিক প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগ বা এফডিআই এসেছে ৯৪.৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত দেশে মোট এফডিআই প্রবাহের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিশ্বমানের উৎপাদন পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গ্রিনফিল্ড শিল্প স্মার্ট সিটি গড়ে তোলা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

পীযূষ গোয়েল বলেন, ব্যবসা করার পরিবেশ সহজ করতে বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে নিয়মকানুন সরল করা হয়েছে এবং কমপ্লায়েন্সের বোঝা কমানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের ফলে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের নতুন সুযোগও তৈরি হয়েছে।

'প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ' বা পিএলআই প্রকল্পও উৎপাদন ক্ষেত্রে গতি বাড়িয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত পিএলআই প্রকল্পগুলির আওতায় ২.৪০ লক্ষ কোটি টাকার প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে। উৎপাদন ও বিক্রির পরিমাণ ২৩.৮ লক্ষ কোটি টাকা এবং রফতানির পরিমাণ ১৫.২ লক্ষ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ১৪.৬ লক্ষেরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

ইলেকট্রনিক্স ও টেলিকম, ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, গাড়ি, আইটি হার্ডওয়্যার এবং বিশেষ ধরনের ইস্পাত শিল্প পিএলআই প্রকল্প থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হয়েছে বলেও জানান তিনি।

পীযূষ গোয়েল আরও বলেন, 'ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স' বা ওএনডিসি ছোট ব্যবসাগুলিকে বড় সুযোগ করে দিচ্ছে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ইতিমধ্যে ৪৭০ কোটিরও বেশি অর্ডার করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

তবে তাঁর মতে, 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র সাফল্যের প্রকৃত চিত্র শুধুমাত্র পরিসংখ্যানে সীমাবদ্ধ নয়। এই উদ্যোগ দেশের স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠাতা, উদ্যোক্তা, উৎপাদক, উদ্ভাবক, রফতানিকারক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করেছে, সেটিই এর বড় অর্জন।

তিনি বলেন, "ভারত তৈরি করতে পারে, ভারত উদ্ভাবন করতে পারে এবং ভারত বিশ্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে"এই আত্মবিশ্বাসই 'মেক ইন ইন্ডিয়া'র যাত্রার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফল।

'মেক ইন ইন্ডিয়া'র যাত্রা এখনও অব্যাহত রয়েছে জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ভারতের আরও বড় লক্ষ্য হল দেশকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত করা। এর মাধ্যমে ২০৪৭ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যও আরও শক্তিশালী হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জ্বালানি নিরাপত্তা, এসআরআইএ ও অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা নিয়ে ভারত-আমেরিকার আলোচনা

নিউইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নিউইয়র্কে মার্কিন রাজনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অ্যালিসন হুকারের সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতের বিদেশসচিব বিক্রম মিসরি। বৈঠকে জ্বালানি নিরাপত্তা, সদ্য কার্যকর হওয়া এসআরআইএ, অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা, ট্রাস্ট এবং 'ভারত মহাসাগরীয় কৌশলগত উদ্যোগ'' উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয় ।বৈঠকে আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় মোহন কোয়াত্রা-সহ দুই দেশের অন্যান্য আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন ।বৈঠকের বিষয়ে এক্স-এ ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানায়, ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার বিস্তৃত ক্ষেত্রের বিভিন্ন অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে জ্বালানি নিরাপত্তা, সদ্য কার্যকর হওয়া এসআরআইএ, অসামরিক পরমাণু সহযোগিতা, 'কৌশলগত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সম্পর্কের রূপান্তর' বা ট্রাস্ট এবং 'ভারত মহাসাগরীয় কৌশলগত উদ্যোগ' উদ্যোগ অন্তর্ভুক্ত ছিল ।এর পাশাপাশি নিউইয়র্কে মার্কিন অর্থনৈতিক বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জ্যাকব হেলবার্গের সঙ্গেও বৈঠক করেন বিক্রম মিসরি। এই বৈঠকে গুরুত্বপূর্ণ ও উদীয়মান প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারত-আমেরিকা সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে দুই পক্ষ সম্মত হয় ।বিদেশ মন্ত্রক জানায়, 'প্যাক্স সিলিকা' উদ্যোগের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ও উদীয়মান প্রযুক্তিতে সহযোগিতা বাড়ানোর পাশাপাশি সেমিকন্ডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজের ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে সরবরাহ-শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও আলোচনা হয়েছে ।এর আগে বুধবার নিউইয়র্কে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে বৈঠক করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। বৈঠকে রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকা দেশগুলির বিরুদ্ধে সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা, জ্বালানি নিরাপত্তা, মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এবং ভারত-আমেরিকার কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা হয় ।মার্কিন বিদেশ দফতর জানায়, রাশিয়া ও ইরানের সঙ্গে অর্থনৈতিকভাবে যুক্ত দেশগুলির বিরুদ্ধে কী ধরনের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা যেতে পারে, তা নিয়েও দুই মন্ত্রী আলোচনা করেন। তবে কোন কোন দেশ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসতে পারে বা কোন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে, তা মার্কিন বিদেশ দফতরের বিবৃতিতে স্পষ্ট করা হয়নি। এ বিষয়ে কোনও নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করা হয়নি ।মার্কিন বিদেশ দফতর আরও জানায়, আঞ্চলিক অংশীদারদের জ্বালানি নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে আমেরিকা প্রস্তুত রয়েছে ।বৈঠকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপদ, সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ পরিবেশ গড়ে তুলতে ভারত-আমেরিকা কৌশলগত অংশীদারিত্বের গুরুত্বের কথাও পুনর্ব্যক্ত করা হয়। পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্য ও বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের পরিস্থিতি নিয়েও মতবিনিময় করেন দুই মন্ত্রী ।পরে এক্স-এ জয়শঙ্কর জানান, এসআরআইএ নিয়ে ভারতের স্বার্থ ও উদ্বেগের কথা তিনি মার্কো রুবিওকে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে উপসাগরীয় অঞ্চল এবং ইউক্রেনের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি।

কেরলের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে মন্তব্যের মামলায় সাংবাদিক আন্তো অগাস্টিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ

তিরুবনন্তপুরম, ২৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস) :কেরলের মুখ্যমন্ত্রী ভি. ডি. সতীসনকে নিয়ে কথিত অবমাননাকর মন্তব্য এবং একটি কথিত বিয়ে সংক্রান্ত দাবির মামলায় সাংবাদিক আন্তো অগাস্টিনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করল পুলিশ। 'রিপোর্টার টিভি'র ম্যানেজিং এডিটর অগাস্টিনকে সোমবার কালামাসেরি থানায় হাজির হতে বলা হয়েছে। একই চ্যানেলের আরও এক সাংবাদিককেও তদন্তের অংশ হিসেবে শনিবার পুলিশের সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অগাস্টিনের আগাম জামিনের আবেদনের ওপর আদালতের আদেশ শনিবার আসার কথা রয়েছে। তার ঠিক আগে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে তাঁকে। কালামাসেরি পুলিশ সিনিয়র কংগ্রেস নেতা এবং কেপিসিসির মুখপাত্র রাজু পি. নায়ারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করার পর তিরুবনন্তপুরম জেলা আদালতে আগাম জামিনের আবেদন করেন অগাস্টিন ।প্রায় তিন সপ্তাহ আগে একটি প্রকাশ্য অনুষ্ঠানে অগাস্টিন মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে একাধিক গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি কথিত বিয়ে সংক্রান্ত নথির কথাও তিনি প্রকাশ্যে উল্লেখ করেন। পুলিশের অভিযোগ, ওই নথিগুলি জাল এবং সেগুলি ব্যবহার করে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করা হয়েছে ।মুখ্যমন্ত্রী সতীসনকে নিয়ে করা মন্তব্যের মামলায় অগাস্টিনকে এফআইআরে প্রথম অভিযুক্ত করা হয়েছে। আরও দু'জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির নামও মামলায় উল্লেখ রয়েছে।প্রথমে রাজ্য পুলিশের প্রধানের কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। এরপর তিরুবনন্তপুরম সিটি সাইবার পুলিশ অভিযোগকারীর বিস্তারিত বক্তব্য রেকর্ড করে। পরে মামলাটি কালামাসেরি পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়। সম্প্রতি রাজু পি. নায়ার কালামাসেরি থানায় হাজির হয়ে নিজের বক্তব্যও দিয়েছেন ।নায়ারের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এই অভিযোগের পিছনে ষড়যন্ত্র রয়েছে। অগাস্টিনের কাছে থাকা বলে দাবি করা নথিগুলি বাজেয়াপ্ত করে ফরেনসিক পরীক্ষা করারও দাবি জানিয়েছেন তিনি।

নায়ারের আরও অভিযোগ, 'রিপোর্টার টিভি'র দফতরে বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থা, যার মধ্যে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটও রয়েছে, তল্লাশি চালানোর সময়ই পুরনো অভিযোগগুলি ফের সামনে আনা হয়। তাঁর দাবি, চ্যানেলটি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে থাকাকালীন তদন্তকারী সংস্থাগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

অন্যদিকে অগাস্টিনের দাবি, দু'জন ব্যক্তি তাঁকে ওই নথিগুলি দিয়েছিলেন। পুলিশ এখন তাঁকে এবং সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে জিজ্ঞাসাবাদ করে নথিগুলির উৎস, সত্যতা এবং কীভাবে ওই অভিযোগগুলি প্রচারিত হয়েছিল, তা জানতে চাইতে পারে ।এফআইআরে অভিযোগ করা হয়েছে, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং তাঁর পদমর্যাদাকে হেয় করার উদ্দেশ্যে জাল নথি জেনেশুনে রাখা ও প্রচার করা হয়েছিল। তবে এগুলি পুলিশের তদন্তাধীন অভিযোগ এবং আদালতে এখনও প্রমাণিত হয়নি।এর পাশাপাশি 'মেসি এপিসোড' সংক্রান্ত মামলাতেও অগাস্টিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে তিনি একটি আবকারি মামলায় কয়েকদিন জেল হেফাজতে থাকার পর জামিনে রয়েছেন।

দীনদয়াল উপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা অসমের মুখ্যমন্ত্রীর, শাসনব্যবস্থায় এখনও পথ দেখায় 'অন্ত্যোদয়'

গুয়াহাটি, ২৫ সেপ্টেম্বর (আইএএনএস): পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'অন্ত্যোদয়' দর্শনের গুরুত্ব তুলে ধরলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। সমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষের কাছেও উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, উপাধ্যায়ের দর্শন আজও সরকারের কাজকে পথ দেখাচ্ছে ।শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স'-এ এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী শর্মা লেখেন, "অন্ত্যোদয় থেকে রাষ্ট্রোদয়। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়জির জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।"

তিনি আরও বলেন, উপাধ্যায়ের 'অন্ত্যোদয়' দর্শন এখনও তাঁদের পথ দেখায়। সমাজের একেবারে শেষ সারিতে থাকা মানুষের কাছেও উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে দেশকে আরও শক্তিশালী করে তোলার ওপর এই দর্শন গুরুত্ব দেয় প্রতি বছর ২৫ সেপ্টেম্বর দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ভারতীয় জনসংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতা এবং দলের আদর্শগত কাঠামো গড়ার সঙ্গে যুক্ত প্রধান চিন্তাবিদদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর 'অন্ত্যোদয়' দর্শনে সমাজ ও অর্থনীতির একেবারে প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ।উপাধ্যায় ১৯১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতীয় জনসংঘের অন্যতম শীর্ষ নেতা ছিলেন। পরবর্তীকালে ভারতীয় জনতা পার্টির রাজনৈতিক পূর্বসূরি হিসেবে ভারতীয় জনসংঘের ভূমিকা ছিল। দীনদয়াল উপাধ্যায় 'একাত্ম মানবতাবাদ'-এর দর্শন তুলে ধরেছিলেন এবং সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষের উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রাজনৈতিক নেতারাও তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। এর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও তাঁকে স্মরণ করে সমাজের শেষ সারিতে থাকা মানুষের উন্নয়নের ওপর উপাধ্যায়ের গুরুত্বারোপের কথা তুলে ধরেন ।অসমের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বার্তায় জনকল্যাণ ও উন্নয়নের সঙ্গে সমাজের সবচেয়ে প্রান্তিক মানুষের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টিকে যুক্ত করেন। 'রাষ্ট্রোদয়' শব্দটি রাষ্ট্রের উন্নয়ন বোঝায়। তিনি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ধারণার কথাও তুলে ধরেন।

Page 3_5_7- JAGARAN11.pmd 2 26-09-2026, 00:50

কাজের সন্ধান

কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের কর্পোরেট সেক্টরে দুই হাজার এপ্রেন্টিস, এক্সিকিউটিভ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে কর্পোরেট সেক্টরে এপ্রেন্টিস, এক্সিকিউটিভপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৯৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, পিজি পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর, নির্দিষ্ট পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

মহারত্ন, মিনিরত্ন ইত্যাদি কর্পোরেট সেক্টরগুলোতে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। বিজিএসএসএল তথা বরোদা গ্লোবাল শেয়ারড সার্ভিসেস লিমিটেডেপ্রায় সব কয়টি রাজ্যে টেকনিক্যাল এবং নন্-টেকনিক্যাল ট্রেডে এপ্রেন্টিস এবং এক্সিকিউটিভ হিসেবে ১,৯৪৯ জনকে বাছাইয়ের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। এতে এপ্রেন্টিস ও এক্সিকিউটিভ হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা শেষ তারিখের হিসেবে যেমন ৩০ সেপ্টেম্বরের হিসেবে ১৮ থেকে ৩০ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিকপ্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। উভয় ক্ষেত্রেই সাধারন প্রার্থী এবং ক্যাটেগরি ভিত্তিক নির্দিষ্ট আসন রয়েছে, সংরক্ষিত হিসেবে। এভাবেই ডিভিশন ভিত্তিক বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে রাজ্যভিত্তিক বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। শূন্যপদের বিভাজন ঃ এপ্রেন্টিস, টেলি কলিং ১৫০টি, টেলি কালেকশন এজেন্ট (ডেবট রিকভারি এজেন্ট) ১০০টি, এক্সিকিউটিভ এটিএম/ রিকনসিল্যাশন ৪০টি, এক্সিকিউটিভ ট্রেড ফিনান্স অপারেশন ২৫টি, এক্সিকিউটিভ সিএএসএ কলিং ৪০টি, প্রকিউরমেন্ট ম্যানেজার ১টি, এম.আই.এস এনালিস্ট ৩টি, ডেপুটি ম্যানেজার এইচআর এন্ড এডমিন ১টি, এক্সিকিউটিভ/ সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মেকার্স ২০টি, ডেস্কটপ সাপোর্ট এনালিস্ট ১টি, ডায়ালার কলিং অপারেশন ১টি, এএম-ডিএম/ লিডস ৬টি, এল এন্ড ডি ১টি, এক্সিকিউটিভ কার্ড অপারেটর ১০টি, ফিল্ড কালেকশন অফিসার ৪০০টি, ডিজিটাল অন বর্ডিং স্পেশালিস্ট ৪০০টি, সেলস অফিসার ৩৫০টি, আধার অপারেটর ৪০০টি শূন্যপদ। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইউ৭৪৯৯/ ২৪৩০/ ২০২৬, তারিখ ৪ সেপ্টেম্বর।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। এঁদের ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্ত ডাউনলোড করে তা পূরণ করে ডাকযোগে পাঠাতে হবে এঁদের নির্দিষ্ট ঠিকানায়। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙ্গিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে (প্রয়োজনে জেরক্স পাঠাতে হবে) ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর মাধ্যমে। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতি তথা লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। আবেদনকারী প্রার্থীরা নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিসার্চ ইনস্টিটিউটে নার্সিং অফিসার

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে পি.জি.আই.এম.ই.আর অর্থাৎ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ-এ নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রকের অধীনে সারা দেশে রিসার্চ সেন্টারগুলিতে নার্সিং অফিসার পদে চাকরির জন্য এধরনের বেশ কিছু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে পি.জি.আই.এম.ই.আর অর্থাৎ পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ-এ নার্সিং অফিসার পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ। এতে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা শেষ তারিখের হিসেবে যেমন ৩ অক্টোবরের হিসেবে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। সরকারি নিয়মানুসারে এসসি, এসটি, ওবিসি এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি তাঁদের ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন রাজ্য ও ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন এঁদের ওয়েব সাইটে, 'রিক্রুটমেন্ট' ট্যাব লিঙ্কে। শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন ও বিন্যাস দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে।

শূন্যপদের বিভাজন ঃ মোট শূন্যপদ ২৪৩টি। এরমধ্যে থেকে অসংরক্ষিত ৯৯টি, ইডব্লিওএস ২৪টি, ওবিসি ৬৬টি, এসসি ৩৬টি, এসটি ১৮টি। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ পিজিআই/ আরসি/ ০৫৫/ ২০২৬/ ২২৭৬, তারিখ ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। পোস্ট কোড এন.ইউ.আর/ ০০১। গ্রুপ-বি। সরাসরি নিয়োগ হবে। এই নিয়োগ বহিঃরাজ্যে হলেও ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে বিএসসি (অনার্স) ইন নার্সিং হলে এ-বিভাগ সিলেক্ট করতে পারেন। তেমনি জিএনএম হলে সিলেক্ট করবেন বি-বিভাগ।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে ৩ অক্টোবরের মধ্যে। অর্থাৎ দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ অক্টোবর। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার 'ই-রিসিপ্ট' ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই' বা 'হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। নিয়োগের জন্য অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙ্গিন ফটো, প্রয়োজনীয় সমস্ত ডকুমেন্টসও স্ক্যান করে রাখতে হবে (প্রয়োজনে জেরক্স পাঠাতে হবে) ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। প্রার্থীবাছাই হবে মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর মাধ্যমে। মেধাভিত্তিক প্রার্থিবাছাই পদ্ধতি তথা লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে। আবেদনকারী প্রার্থীরা নিয়মিত এঁদের ওয়েবসাইটে নজর রাখতে বলা হয়েছে। প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিকে। দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। ১০০টি প্রশ্ন। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় পাবেন ১০০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের সাক্ষাৎকারে ডাকা হবে। পরীক্ষার বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার (ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্স),**
শূন্যপদ ঃ ২২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয় নিয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি পাশ,
তবে মাস্টার্স হলে অগ্রাধিকার রয়েছে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ অক্টোবর, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৯১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি পাশ,
বয়স ঃ ২৩-৩৫ বছর, নির্দিষ্ট পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতাসহ সারা দেশের কয়েকটি শহরে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস, এক্সিকিউটিভ (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ১,৯৪৯টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ,
পিজি পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর, নির্দিষ্ট পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপেম্বর,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এস.আই. (সেন্ট্রাল পুলিশ),**
শূন্যপদ ঃ ১,৮৭১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)
বয়স ঃ ২০-২৫, ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (এন.আই.সি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, গেইট স্কোরে প্রাধান্য রয়েছে,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর,
বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **স্পেশালিস্ট অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এল.এল.বি, পিজি ডিপ্লোমা পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **নার্সিং অফিসার (পি.জি.আই.এম.ই.আর),**
শূন্যপদ ঃ ২৪৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ৪৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি, ২০২৭, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এলডিসি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি (কেন্দ্রীয় সরকার)**
শূন্যপদ ঃ ২,৫৩৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সুপারভাইজর, জুনিয়র মেইনটেনার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৯০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটিসহ সারা দেশে ৩০টি বড় শহরে, তবে তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ ঃ অনলাইনে আবেদন, আগরতলায় পরীক্ষা

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। যোগ্যতা গ্র্যাজুয়েট। বিএ, বিএসসি, বিকম, বিবিএ ইত্যাদি স্নাতক পাশ হবে। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এককথায়, বিএসএফ, সিআরপিএফ ইত্যাদি কেন্দ্রীয় পুলিশে প্রায় তিন হাজার সাব-ইন্সপেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ করা হবে। এই মুহূর্তে ১,৮৭১ শূন্যপদ পূরণের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ, সেন্ট্রাল ইন্ড্রাস্টিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, সশস্ত্র সীমাবল এবং দিল্লি পুলিশে সাব-ইনস্পেক্টর ও অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর পদে ১,৮৭১ জন তরুণ-তরুণী নিচ্ছে। মহিলারাও আবেদন করতে পারেন পাঁচটি ফোর্সেই। প্রতিটি বাহিনীতেই মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা রয়েছে। প্রার্থিবাছাই করবেন স্টাফ সিলেকশন কমিশন। রিক্রুটমেন্ট অফ সাব-ইনস্পেক্টর ইন দিল্লি পুলিশ, সিএপিএফ অ্যান্ডঅ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেক্টর ইন সিআইএসএফ এক্সামিনেশন-২০২৬ পরীক্ষার মাধ্যমে।

আবেদন করতে হবে কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। আবেদন করা যাবে ৩০ সেপ্টেম্বর রাত ১১টার মধ্যে। এরজন্য প্রার্থীর একটি বৈধ ইমেল আইডি থাকতে হবে। আবেদন করবেন দুটি পার্টে। পার্ট-ওয়ানে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করবেন। সাবমিট করার আগে নিজের দেওয়া যাবতীয় তথ্য ভালভাবে দেখে নেবেন। এটি পরে আর পরিবর্তন করা যাবে না। সাবমিট করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি ভাল করে লিখে রাখবেন। এবার ওপরের ওয়েবসাইট থেকে চালান ডাউনলোড করবেন। ডাউনলোড করা চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার যে কোনও শাখায় জমা দেবেন। নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমেও ফি জমা দেওয়া যাবে। সংরক্ষিত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ফি-তে ছাড় রয়েছে, তবে অনলাইনে আবেদনের যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। আবেদনের ফি দেওয়ার তথ্য এবং পার্ট-ওয়ানের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ছাড়া পার্ট-টুয়ের রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না। পার্ট-টুয়ের রেজিস্ট্রেশন করতে বসার আগে নিজের ফটো (৮ বিট, জেপিজি ফর্ম্যাটে) এবং সই (৮ বিট, জেপিজি ফর্ম্যাটে) স্ক্যান করে রাখবেন। ফটোর ক্ষেত্রে ৪-১২ কেবি এবং ১০০বাই১২০ পিক্সেলের মধ্যে এবং সই ১-১২ কেবি এবং ১৪০বাই৬০ পিক্সেলের মধ্যে হতে হবে। দরখাস্ত পূরণ বা সাবমিশনের ব্যাপারে তাঁদের রিজিওনাল অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র আগরতলা (কোড নং - ৫৬০১)। এছাড়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য পরীক্ষা কেন্দ্র ও কোড নং হলো ঃ গুয়াহাটি (দিশপুর) (৫১০৫), ইটানগর (৫০০১), ইম্ফল (৫৫০১), শিলং (৫৪০১), আইজল (৫৭০১), কোহিমা (৫৩০২), চূড়াচাঁদপুর (৫৫০২)। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর -ই/ ৩৭/ ২০২৬-সি-২ সেকশন, তারিখ ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬। সাব-ইনস্পেক্টর শূন্যপদের বিভাজনগুলি হল: ক্রমিক (এ) ঃ দিল্লি পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর (এক্সিকিউটিভ) পুরুষ পদে মোট শূন্যপদ ২০৫টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৭, ইডব্লিওএস ২০, ওবিসি ৫৪, এসসি ৩০, এসটি ১৪টি। ক্রমিক (বি) ঃ দিল্লি পুলিশে সাব-ইন্সপেক্টর (এক্সিকিউটিভ) মহিলা পদে মোট শূন্যপদ ১১২টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪৭, ইডব্লিওএস ১১, ওবিসি ৩০, এসসি ১৬, এসটি ৮টি। ক্রমিক (সি) ঃ কেন্দ্রীয় আর্মড পুলিশ ফোর্সে সাব-ইনস্পেক্টর (জিডি) পদে মোট শূন্যপদ ১৩২০টি। এরমধ্যে থেকে পুরুষ: ১১৭৩টি (অসংরক্ষিত ৫৪২, ইডব্লিওএস ১১৮, ওবিসি ২৮০, এসসি ১৬৩, এসটি ৭০)। মহিলাঃ ১৪৭টি (অসংরক্ষিত ৫৯, ইডব্লিওএস ২০, ওবিসি ৩৯, এসসি ২০, এসটি ৯)। এর মধ্যে : সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স বা সিআরপিএফ-এ : মোট শূন্যপদ ২৪টি। এরমধ্যে থেকে পুরুষ: ২২৫টি (অসংরক্ষিত ৯০, ইডব্লিওএস ২৩, ওবিসি ৬১, এসসি ৩৪, এসটি ১৭)। মহিলাঃ ২৯টি (অসংরক্ষিত ১২, ইডব্লিওএস ৩, ওবিসি ৮, এসসি ৪, এসটি ২)। বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা বিএসএফ-এ : মোট শূন্যপদ ৪৫৭টি। এরমধ্যে থেকে পুরুষ: ৪৩৫টি (অসংরক্ষিত ১৭৮, ইডব্লিওএস ৪৩, ওবিসি ১১৭, এসসি ৬৫, এসটি ৩২)। মহিলাঃ ২২টি (অসংরক্ষিত ৯, ইডব্লিওএস ২, ওবিসি ৬, এসসি ৩, এসটি ২)। ইন্ডো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ বা আইটিবিপি-তে : মোট শূন্যপদ ১৮৭টি। এরমধ্যে থেকে পুরুষ: ১৫৯টি (অসংরক্ষিত ৮৯, ইডব্লিওএস ২১, ওবিসি ৩০, এসসি ১৮, এসটি ১)। মহিলাঃ ২৮টি (অসংরক্ষিত ১৬, ইডব্লিওএস ৪, ওবিসি ৫, এসসি ৩)। সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স বা সিআইএসএফ-এ : মোট শূন্যপদ ২৫০টি। এরমধ্যে থেকে পুরুষ: ২০০টি (অসংরক্ষিত ৮২, ইডব্লিওএস ২০, ওবিসি ৫৪, এসসি ৩০, এসটি ১৪)। মহিলাঃ ৫০টি (অসংরক্ষিত ২১, ইডব্লিওএস ৫, ওবিসি ১৩, এসসি ৭, এসটি ৪)। সশস্ত্র সীমা বল বা এসএসবি-তে : মোট শূন্যপদ ১৭২টি। এরমধ্যে থেকে পুরুষ: ১৫৪টি (অসংরক্ষিত ১০৩, ইডব্লিওএস ১১, ওবিসি ১৮, এসসি ১৬, এসটি ৬)। মহিলাঃ ১৮টি (অসংরক্ষিত ১, ইডব্লিওএস ৬, ওবিসি ৭, এসসি ৩, এসটি ১)। এছাড়া, সাব-ইন্সপেক্টর (ফায়ার) ইন সিআইএসএফ (পুরুষ) বিভাগে মোট শূন্যপদ ২৩৪টি। এরমধ্যে অসংরক্ষিত ৭৪, ইডব্লিওএস ১৭, ওবিসি ৭৫, এসসি ৫২, এসটি ১৬)। সবপদের ক্ষেত্রেই যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট বা স্নাতকরা আবেদন করতে পারেন। বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য)। দিল্লি পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টর পদের পুরুষ প্রার্থীদের লাইট মোটর ভেহিকল চালানোর বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলে অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স হতে হবে ১-৮-২০২৬ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন। শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৭০ (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬৫) সেমি, বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি (তফশিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৭৭ ও ৮২ সেমি)। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ (তফশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫৪ ও পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫৫) সেমি। সবক্ষেত্রেই ওজন হতে হবে উচ্চতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সবক্ষেত্রেই দৃষ্টিশক্তি হতে হবে চশমা ছাড়া উভয় চোখে ৬/৬ এবং ৬/৯। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, তীর্যক চাউনি থাকলে আবেদন করবেন না। রং চেনার উচ্চ ক্ষমতা থাকা দরকার। মূল মাইনে পে মেট্রিক্স লেভেল ৬ অনুযায়ী ৩৫,৪০০ থেকে ১,১২,৪০০ টাকা। সঙ্গে কেন্দ্রীয় পুলিশ নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে। প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোকের পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে অবজেক্টিভ টাইপ মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিকে। দুটি পেপারে পরীক্ষা হবে। পেপার-ওয়ানের পরীক্ষা শুরু হবে নভেম্বর থেকে। দিনক্ষণ কল লেটারে জানানো হবে। ২০০ নম্বরের পরীক্ষা, সময় পাবেন ২ ঘণ্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। লিখিত পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ডাকা হবে। পরীক্ষার বিস্তারিত জানার জন্য এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।। * সর্বভারতীয় ডাক বিভাগে **ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, গ্রামীণ ডাক সেবক** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৩,৭৫৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততঃপক্ষে মাধমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮ - ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* ইউনাইটেড ইনস্যুরেন্সে **এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয় নিয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রি পাশ, তবে মাস্টার্স হলে অগ্রাধিকার রয়েছে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২২ অক্টোবর, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **ম্যানেজার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৯১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি পাশ, বয়স ঃ ২৩-৩৫ বছর, নির্দিষ্ট পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতাসহ সারা দেশের কয়েকটি শহরে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৯৪৯টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, গ্র্যাজুয়েট পাশ, অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিবিএ/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক/ এলএলবি ... ইত্যাদি পাশ, পিজি পাশ হলে অগ্রাধিকার পাবেন, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর, নির্দিষ্ট পদ অনুযায়ী বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপেম্বর, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* সেন্ট্রাল পুলিশে **এস.আই.** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১,৮৭১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫, ১৮-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নভেম্বরে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এন.আই.সি-তে **সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, গেইট স্কোরে প্রাধান্য রয়েছে, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর, বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **স্পেশালিস্ট অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ এল.এল.বি, পিজি ডিপ্লোমা পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পি.জি.আই.এম.ই.আর-এ **নার্সিং অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৪৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ জিএনএম, বিএসসি নার্সিং পাশ, বয়স ঃ ১৮-৩৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে কেন্দ্র ও তারিখসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ৪৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ৩১ জানুয়ারি, ২০২৭, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক শহরে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে **পোস্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট, এলডিসি, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ইত্যাদি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২,৫৩৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৭ অক্টোবর, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ডিসেম্বর মাসে, কেন্দ্র আগরতলাসহ সারা দেশে শতাধিক কেন্দ্রে, নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **সুপারভাইজর, জুনিয়র মেইনটেনার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিই, বিটেক ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৯ অক্টোবর, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র কলকাতা, গুয়াহাটিসহ সারা দেশে ৩০টি বড় শহরে, তবে তারিখ ও কেন্দ্রসহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

১৩ বছরের নাবালিকা অপহরণের অভিযোগ, অবশেষে গ্রেফতার অভিযুক্ত

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: ১৩ বছরের এক নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে অবশেষে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল আমতলী থানার পুলিশ। কয়েকদিন ধরে অভিযুক্তকে নিয়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নানা প্রশ্ন ওঠার পর এদিন আমতলী থানার ওসি ইন্সপেক্টর রানা চ্যাটার্জি এবং মামলার তদন্তকারী আধিকারিক এএসআই গোপাল দাস যৌথভাবে তাকে গ্রেফতার করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০-১২ দিন আগে আমতলী থানার অন্তর্গত কাঞ্চনমালা এলাকা থেকে ১৩ বছরের এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়। অভিযোগ, তেলিয়ামুড়া থানার অন্তর্গত খাসিয়ামঙ্গল দয়ারামপাড়া এলাকার বাসিন্দা রবি দেববর্মার ছেলে জনি দেববর্মা ওই নাবালিকাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এরপর নাবালিকার বাবা আমতলী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ অভিযুক্তের বাড়িতে অভিযান চালালেও জনি দেববর্মা সেখানে ছিল না। এদিকে, নাবালিকাকে নিয়ে অভিযুক্ত পলাতক ছিল বলে অভিযোগ।

পরবর্তীতে প্রায় তিনদিন আগে অভিযুক্তের বাড়ি থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করা হয়। সেই সময় জনি দেববর্মাকে তেলিয়ামুড়া থানায় আটক করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। তবে পরবর্তীতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন দেখা দেয়।

এরপর বৃহস্পতিবার আমতলী থানার পুলিশ অভিযুক্ত জনি দেববর্মাকে গ্রেফতার করে। তাঁর বিরুদ্ধে অপহরণের মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত পকসো আইনে মামলা যুক্ত করা হয়নি বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, শুক্রবার দুপুরে হাঁপানিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নাবালিকার মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছে। মেডিকেল পরীক্ষার পর প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অপহরণের মামলার সঙ্গে পকসো আইনের ধারা যুক্ত করা হতে পারে বলে জানা গেছে।

এদিকে, শনিবার নাবালিকার জবানবন্দি আদালতে রেকর্ড করা হতে পারে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর। শুক্রবার দুপুরেই ধৃত জনি দেববর্মাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। নাবালিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

সিপিআইএম প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ কমলপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও পুলিশকে ডেপুটেশন

কমলপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর: শ্রীরামপুর ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কমলপুরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি। সিপিআইএমের অভিযোগ, গভীর রাতে শ্রীরামপুর ভিলেজ কমিটির এক সিপিআইএম প্রার্থীর বাড়িতে বিজেপি ও তিপ্রা মথা আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। যদিও অভিযোগের বিষয়ে বিজেপি ও তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

ঘটনার প্রতিবাদে এবং হামলায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও আসন্ন ভিলেজ কমিটি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে কমলপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে সিপিআইএম। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

পরে সিপিআইএমের এক প্রতিনিধি দল কমলপুরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে হামলার ঘটনার তদন্ত, অভিযুক্তদের গ্রেফতার এবং নির্বাচনে প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

এদিনের কর্মসূচিতে সিপিআইএমের একাধিক শীর্ষ নেতা উপস্থিত ছিলেন। নেতৃত্ব দেন দলের সিনিয়র নেত্রী কল্যাণী রায়, সুবীর দেব, সুলেমান আলী, হিমাদ্রী দত্ত, অঞ্জন ব্রহ্মা-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

বিক্ষোভ সভায় সিপিআইএম নেতৃত্বের অভিযোগ, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিরোধী প্রার্থীদের ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যেই এ ধরনের হামলার ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। তাঁদের দাবি, গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনকে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

দলের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার করা না হলে এবং নির্বাচনে প্রার্থীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়া হবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে কমলপুরে রাজনৈতিক উত্তেজনা অব্যাহত রয়েছে।

আগরতলায় সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সচেতনতা শিবির, নাগেরজলায় ট্রাফিক এসপি কান্তা জাহাঙ্গীর

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: আগরতলা শহরে যান চলাচল স্বাভাবিক ও নিরাপদ রাখতে শুক্রবার নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে জনসচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে আগরতলা ট্রাফিক ইউনিট। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক এসপি কান্তা জাহাঙ্গীর-সহ ট্রাফিক দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

অটো, থ্রি-হুইলার, বাস, জিপ-সহ বিভিন্ন যানবাহনের চালক ও মালিকদের নিয়ে এই সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ট্রাফিক এসপি চালকদের ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার পাশাপাশি নির্ধারিত স্থানে যানবাহন পার্কিং, অতিরিক্ত যাত্রী না তোলা এবং সুশৃঙ্খলভাবে যান চলাচলের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কান্তা জাংগির বলেন, আগরতলা শহরকে যানজটমুক্ত ও নিরাপদ রাখতে প্রশাসনের পাশাপাশি চালক, মালিক এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতাও অত্যন্ত জরুরি। প্রত্যেককে দায়িত্বশীলভাবে ট্রাফিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি। তিনি আরও জানান, দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে আগামী দিনে শহরে যানবাহনের চাপ বাড়বে। ফলে যানজট নিয়ন্ত্রণ এবং যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে এখন থেকেই সকলকে আরও সচেতন হতে হবে।

এদিন চালক ও গাড়ির মালিকরাও যান চলাচল সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কথা ট্রাফিক আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁদের সমস্যাগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে বলে ট্রাফিক দপ্তরের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়।

শহরে ট্রাফিক শৃঙ্খলা ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা আরও বাড়াতে আগামী দিনেও এ ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে ট্রাফিক দপ্তর।

উদ্বোধনের কয়েকমাসের মধ্যে অচল বিশালগড় টাউন হলেন এসি

বিশালগড়, ২৫ সেপ্টেম্বর: উদ্বোধনের কয়েক মাসের মধ্যেই বিকল হয়ে পড়েছে বিশালগড়ের অফিসটিলা এলাকার নতুন টাউন হলের বৈদ্যুতিক এসি। প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই টাউন হলটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ড.) মানিক সাহার হাত ধরে উদ্বোধন করা হয়েছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু উদ্বোধনের পর থেকেই রক্ষণাবেক্ষণের অভাব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

শুক্রবার দুপুরে অফিসটিলা নতুন টাউন হলে ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে সড়ক ও ট্রাফিক সচেতনতামূলক একটি শিবিরের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, জেলাশাসক সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, মহকুমা শাসক ভিঙ্কি সাহা, আইজি (এলও) মৌচাক ইকপার এবং জেলা পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা-সহ প্রশাসন ও পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিক।

এছাড়াও শিবিরে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী এবং কলেজ পড়ুয়ারা অংশ নেন। তবে অনুষ্ঠানের সময় টাউন হলের বৈদ্যুতিক এসি বিকল থাকায় গরমের মধ্যেই পাখার হাওয়ায় বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতে হয় ছাত্রছাত্রীদের।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিপুল অর্থ ব্যয়ে নির্মিত এবং মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনের এমন পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। উদ্বোধনের মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই এসি বিকল হয়ে পড়লেও তা মেরামতের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তেমন উদ্যোগ চোখে পড়ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে।

শুধু এসি নয়, টাউন হলটির সামগ্রিক রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। একটি সরকারি অনুষ্ঠানে হলের বেশ কয়েকটি আসনও ফাঁকা দেখা যায়। এত বড় পরিকাঠামো নির্মাণের পর তার যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে কেন নজরদারি নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই টাউন হলের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভূমিকা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। সরকারি অর্থে নির্মিত এই পরিকাঠামো দ্রুত নষ্ট হওয়ার আগেই রক্ষণাবেক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে।

সাত দফা দাবিতে পশ্চিম জেলা শাসকের কাছে হরিজন উন্নয়ন সমিতির ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: সাত দফা দাবি নিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের কাছে ডেপুটেশন দিল ত্রিপুরা হরিজন উন্নয়ন সমিতির সদর মহকুমা কমিটি। শুক্রবার সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ডেপুটেশন প্রদান করা হয়।সংগঠনের অন্যতম প্রধান দাবি, ভাল্লুকিয়া টিলা, আম্বেদকর পল্লী, চাঁনমারী ও রাবার বোর্ড এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে সরকারি খাস জমিতে বসবাসকারী হরিজন-সহ অন্যান্য পরিবারের জমির বন্দোবস্ত বা এলটমেন্ট দিতে হবে। দীর্ঘ বছর ধরে ওইসব এলাকায় বসবাস করলেও এখনও অনেক পরিবার জমির স্বত্ব থেকে বঞ্চিত বলে অভিযোগ সংগঠনের।এছাড়াও, দরিদ্র হরিজন পরিবারগুলির জন্য সরকারি বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রকল্প চালু থাকলেও বাস্তবে অনেক পরিবার সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত বলে দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের অভিযোগ, সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে বসবাসকারী হরিজন পরিবারগুলির মধ্যে একজনও সামাজিক ভাতা পাচ্ছেন না। তাই অতিসত্বর যোগ্য হরিজন পরিবারগুলিকে সামাজিক ভাতার আওতায় এনে সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানানো হয়েছে।ডেপুটেশনে বাকি দাবিগুলির পাশাপাশি হরিজন সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা এবং দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের জন্য প্রশাসনের হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়।সংগঠনের প্রতিনিধিরা আশা প্রকাশ করেন, জেলা প্রশাসন বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সন্ধান চাই

Ret:- Manu GRP: G/D case No- 08/2026 dt-25/09/2026 U/S - 194 of BNS-2023

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মৃত পুরুষ ব্যক্তির, বয়স আনুমানিক (৫২), গত ২৫/০৯/২০২৬ইং তারিখে Mance. GRPS থানার অন্তর্গত KIM NO-97/1-2 S.K Para Rubber Bagan রেল ট্রেকের পাশে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। উক্ত পুরুষ রেলের আঘাত প্রাপ্ত হয়ে মারা যায়। বর্তমানে মৃতদেহটি Manu CHC Hospital মর্গে সনাক্ত করনের জন্য রাখা আছে। উক্ত মৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে কাহারো কোনো তথ্য জানা থাকলে নিম্নলিখিত ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে।

যোগাযোগ
OC Manu GRPS
ph-7005929624
DYSP (GRP) TPA
Ph- 9436993088
I/O at the case.
Ph-9402166355

মৃত ব্যক্তির বিবরণ
বয়স আনুমানিক ৫২ বছর
উচ্চতা - ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি
গায়ের রং - শ্যামলা
মাথার চুল - কালো
পরনে সাদা এবং কালো mixed ফুল সার্ট এবং ছাই কালারের লং পেন্ট।

ICA/D/1050/26

WALK-IN INTERVIEW

A Walk-in Interview will be held at Netaji Subhash Mahavidyalaya, Udaipur, Gomati, Tripura, on 6 October 2026, from 11:00 a.m. to 2:00 p.m., for the engagement of Guest Lecturers in the following subjects:
Bengali, English, Sanskrit, Kokborok, History, Education, Political Science, Economics, Physical Education, Psychology, Computer Science, Commerce, Business Law, Geography, Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology, Human Physiology, NSS, NCC (preferably female), and Photography.
The engagement will be purely temporary and will be made on an honorarium of Rs. 500/- (Rupees Five Hundred only) per class, subject to a maximum of 72 (seventy-two) classes per month for each Guest Lecturer. The engagement will be for 11 (eleven) months during the academic year 2026- 2027, as per Education (Higher) Department Memo No. F. 1(314)-DHE/Estt(G)/2026/3541, dated 25 September 2026. Selection will be made on the basis of merit, while following the reservation policy of the State Government and the applicable UGC Regulations governing the engagement of Guest Lecturers.
A Guest Lecturer engaged by the college will not be permitted to work in any other college or institution during the period of engagement. In addition to classroom teaching, the Guest Lecturers may also be assigned other academic duties by the college authorities.
No TA/DA will be provided for attending the interview.

Principal
Netaji SubhashMahavidyalaya
Gomati, Udaipur, Tripura
ICA/D/1044/26

NOTICE INVITING e-TENDERS (e-NITs).

5 nos. of e-TENDERS FOR PROCUREMENT OF DIFFERENT FEED INGREDIENTS AND GUNNY BAG FOR LIVESTOCK AND POULTRY BIRDS UNDER ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPTT. FOR THE YEAR 2026-2027.

5 nos. of e-Tenders are hereby invited on behalf of the Animal Resources Development Deptt., Government of Tripura from the Reputed, Bonafide, Registered Suppliers or their Local Authorized Distributors "FOR PROCUREMENT OF DIFFERENT FEED INGREDIENTS NAMELY GROUND NUT OIL CAKE(D.O.), SOYABEAN CAKE(MEAL-DE OILED), DE-OILED RICE BRAN, DRY FISH, GUNNY BAG FOR LIVESTOCK AND POULTRY BIRDS OF THE GOVERNMENT FARMS UNDER ANIMAL RESOURCES DEVELOPMENT DEPTT. FOR THE YEAR 2026-2027."
The details of Tender, Quantity, Specification and Tender Documents are made available in the website (http://tripuratenders.gov.in/ ardd.tripura.gov.in).

ICA/C/2045/26
(Dr. N.K. Chanchal, IFS) Director
Animal Resources Development Deptt.
P.N. Complex : Agartala

RAMTHAKUR COLLEGE AGARTALA,
WEST TRIPURA, PIN - 799003
Ref. No.: 6(90)RTC/Estt/19/941 Date: 23.09.2026
SHORT TENDER NOTICE

Sealed quotations are invited from registered printers/agencies for printing & supplying PVC Student Identity Cards with Lanyards & Holders for 1st Semester and 7th Semester students.
• Last Date of Submission: 09.10.2026 up to 3:00 PM
• Opening of Bids: 09.10.2026 at 04:00 PM
Detailed specifications, terms, conditions, and tender forms are available on the college website https://ramthakurcollege.ac.in and in the College Office during working hours.

Sd/-
ICA/C-2033/26 **Principal, Ramthakur College**

নেশাগ্রস্ত ছেলের হাতে আক্রান্ত মা-বাবা

বিশালগড়, ২৫ সেপ্টেম্বর: নেশাগ্রস্ত ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন অসহায় বাবা-মা। ঘটনাটি বিশালগড় থানাধীন গকুলনগর দীনদয়াল চৌমুহনী এলাকার। অভিযোগ, বেশ কয়েক মাস ধরে দীনেশ দেবনাথের ছেলে গোবিন্দ দেবনাথ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাবা-মাকে মারধর করার পাশাপাশি বাড়ির বিভিন্ন জিনিসপত্র নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দিচ্ছেন।পরিবারের অভিযোগ, নেশার টাকা জোগাড় করতে বাড়ির বিভিন্ন সামগ্রীও নিয়ে যাচ্ছেন গোবিন্দ। ছেলের এমন আচরণে দীর্ঘদিন ধরেই চরম হতাশা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন দীনেশ দেবনাথ ও তাঁর স্ত্রী।শুক্রবার দুপুরেও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাড়িতে এসে বাবা দীনেশ দেবনাথকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে গোবিন্দ দেবনাথের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মারধরের পাশাপাশি ভবিষ্যতে আরও ভয়ানক পরিস্থিতি তৈরি করার হুমকিও দেন তিনি।

ছেলের অত্যাচারে নিরুপায় হয়ে শেষ পর্যন্ত বিশালগড় থানার দ্বারস্থ হন দীনেশ দেবনাথ। সংবাদমাধ্যমের সামনে নিজের পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। পুলিশ প্রশাসনের কাছে ছেলের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি নিজের ও স্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য আবেদন জানান।

অসহায় বাবা-মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে এখন পুলিশ প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

তেলিয়ামুড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ে প্রথমবার পালিত পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী

তেলিয়ামুড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর: যথাযোগ্য মর্যাদায় তেলিয়ামুড়া সরকারি মহাবিদ্যালয়ে প্রথমবার পালিত হল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী। শুক্রবার কলেজ প্রাঙ্গণে তেলিয়ামুড়া মহকুমার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে এই বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।প্রদীপ প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপার্সন নির্মল সূত্রধর, খোয়াই জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সত্যেন্দ্র দাস, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী-সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা।মহাবিদ্যালয়ে এই প্রথম পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। অনুষ্ঠানে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন, দর্শন, চিন্তাধারা ও সমাজভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন বক্তারা। বিশেষভাবে উঠে আসে তাঁর 'অন্ত্যোদয়' ধারণাসমাজের একেবারে প্রান্তিক মানুষের উন্নয়ন ও কল্যাণের ভাবনা।বক্তারা বলেন, নতুন প্রজন্মের কাছে দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের পাশাপাশি বিভিন্ন মনীষীর চিন্তাধারা তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের আয়োজন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতা ও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে পারে বলেও তাঁরা উল্লেখ করেন।অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন ও আদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ছাত্রছাত্রীদের সমাজের কল্যাণে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি। তরুণ প্রজন্ম সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে সামগ্রিক উন্নয়নের পথ আরও সুগম হবে বলেও উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

Agartala Municipal Corporation
AGARTALA, WEST TRIPURA
PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Executive Engineer, Electrical Division, Agartala Municipal Corporation on behalf of the Hon'ble Mayour, AMC invites online percentage rate **e-tender in single bld** system for the following work :-

Sl. No.	Name of the work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion	Last date and time for document downloading and bidding
1	DNIeT-EE (Elect)/AMC/36/ 2026-27	Rs.7,96,218.00	Rs. 15,924.00	15 (Fifteen) days	Date : 28-09-2026 Time : 15:00 Hrs

For more details kindly visit : https://tripuratendesr.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in

For and on behalf of the Hon'ble Mayor, AMC
Sd/-
Executive Engineer,
Electrical Division,
Agartala Municipal Corporation

PNIeT-15/EE/Div-IV/AMC/26-27 DATE : 23/09/2026
Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works :-

Sl. No.	Name of the work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and Date of Opening of Bid	Document Downloading and Bidding at application	Class of Bidder
1	DNIe-T No.29/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_ 77165_1	Rs.7,67,310/-	Rs.15,346/-	60 (Sixty) days	18/02/2026 15.00 Hour	30/09/2025 16.00 Hours (if Possible)	https://tripuratenders.gov.in	Enlisted Contractor/ Appropriated Class
2	DNIe-T No.29/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID-2026_SAMC_77169_1	Rs.6,96,982/-	Rs.13,940/-					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W.Div-IV, AMC at city Centre 4th floor in the office hour.
NB :- This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer,
P.W. Division No.IV
Agartala Municipal Corporation

P'NIeT No.:- 104/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated:- 22/09/2026
The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized service dealer/channel partners or OEM authorized service providers, duly authorized to supply, install and provide after-sales service for the tendered work, having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service center at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIeT No :	09/B/DNIET/SE-4/PWD(R&B)/2026-27
Name of Work :	Providing, Installation Installation & Commissioning of 1.0/ 1.5/2.0/3.0 TR high wall, ceiling mounted cassette and 3.65 TR Floor mounted vertical split type air conditioning system in different locations wer lang!(Audit Office Room, ICTC,PMJAY & CMJAY help desk, kitchen store, Biochemistry, Labour Room OT, AICU, Doctors Room, Gynae HOD, Pharmocology, FMW, MRU, General Surgery, Post Partum,64 Slice CT Unit Room) of AGMC & GBP Hospital, Agartala
Estimated Cost :	Rs. 28,03,600.00
Time of Completion :	60 Days
Bid Fee :	Rs.1,000
Earnest Money :	Rs. 56,072.00
Last date and time of Submission of Bid :	05/10/2026 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-2039/26
Executive Engineer
Mechanical Division, Tripura

ত্রিপুরায় ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থা রূপান্তরের অগ্রযাত্রার চিত্র তুলে ধরলেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: নয়াদিল্লির বিজ্ঞান ভবনেআজ "আরোগ্য মন্থন ২০২৬" অনুষ্ঠানে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিসেবা ব্যবস্থাকে রূপান্তরের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের চলমান প্রচেষ্টার বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা"র আট বছর এবং "আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন" (এবিডিএম)-এর পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে.পি, নাড্ডা। এছাড়াও ন্যাশনাল হেলথ অথরিটির সিইও ড. সুনীল কুমার বার্নওয়াল এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে, ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে স্বাস্থ্য পরিসেবার ডিজিটাল রূপান্তর বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন। তিনি "ইন্টিগ্রেটেড হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম" (আইএইচএমআইএস) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ত্রিপুরার দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

আলোচনাকালে শ্রী গিত্যে ত্রিপুরার সেই দষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যা করেন যার লক্ষ্য হলো বিচ্ছিন্ন ও কাগজ-নির্ভর স্বাস্থ্যসেবা প্রক্রিয়া থেকে সরে এসে একটি সংযুক্ত, আন্তঃকার্যক্ষম এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক ডিজিটাল স্বাস্থ্য ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা; যেখানে "ইন্টিগ্রেটেড হেলথ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম"কাজ করবে পরিচালনগত মেরুদণ্ড হিসেবে এবং "আয়ুষ্মান ভারত ডিজিটাল মিশন"প্রদান করবে আন্তঃ কার্যক্ষমতার কাঠামো।

তিনি উল্লেখ করেন যে, আই এইচ এম আই এস এর উদ্দেশ্য কেবল হাসপাতালের নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে কম্পিউটারাইজড বা ডিজিটাল করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো একটি সাধারণ ডিজিটাল ইকোসিস্টেমের মাধ্যমে নাগরিক, চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, ফার্মেসি, ল্যাবরেটরি এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে একে অপরের সাথে সংযুক্ত করা। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে ইলেকট্রনিক স্বাস্থ্য রেকর্ডসংরক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা সম্পদের দক্ষ ব্যবহার, রোগীর অপেক্ষার সময় হ্রাস, উন্নত জরুরি পরিষেবা, স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া, রিয়েল-টাইম রিপোর্টিং, অ্যানালিটিক্স ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা এবং অভিযোগের আরও ভালো সমাধানের সুবিধা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

রাজ্যের ডিজিটাল স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রী গিত্যে জানান যে, ত্রিপুরা তাদের ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা রূপান্তরের কাজ সম্পন্ন করার জন্য ২০২৬ সালের ৩১ অক্টোবরকে লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারণ করেছে। এই কার্যক্রমটি সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জুড়ে-যার মধ্যে রয়েছে জেলা হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং স্বাস্থ্য উপ-কেন্দ্র-সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। একই সাথে সংযোগ ব্যবস্থা, হার্ডওয়্যার, প্রশিক্ষণ এবং পরিচালনগত বাস্তবায়নের কাজও এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসচিবশ্রী গিত্যে এবিডিএম-এর বিভিন্ন মূল উপাদান-যেমন আভা, স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রি, স্বাস্থ্যকর্মীদের রেজিস্ট্রি, আন্তঃ কার্যক্ষমতাসম্পন্ন স্বাস্থ্য রেকর্ড এবং সম্মতি-ভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদান-এর গুরুত্বের ওপরও জোর দেন। নাগরিকদের জন্য এই রূপান্তরের ফলে ডিজিটাল নিবন্ধন, আভা-ভিত্তিক পরিচিতি শনাক্তকরণ, ডিজিটাল প্রেসক্রিপশন ও ল্যাবরেটরি রিপোর্ট, ডিজিটাল স্বাস্থ্য রেকর্ড সুবিধা পাওয়া এবং কাগজের ওপর নির্ভরতা কমানোর পাশাপাশি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে চিকিৎসার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

আলোচনার একটি প্রধান বিষয় ছিল স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্যের মানদণ্ড এবং আন্তঃকার্যক্ষমতার ভূমিকা। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন হাসপাতাল, ল্যাবরেটরি, ফার্মেসি এবং স্বাস্থ্য কর্মসূচিগুলোর মধ্যে একটি কাঠামো তৈরি করবে। এর ফলে তথ্যের আদান-প্রদান আরও কার্যকর হবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীরা স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ও প্রায়-বাস্তব-সময়ের চিত্র বা তথ্য পাবেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ত্রিপুরার মতো ছোট রাজ্যের ক্ষেত্রে আন্তঃকার্যক্ষমতা বিভিন্ন কর্মসূচি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের জন্য বিচ্ছিন্ন ডিজিটাল ব্যবস্থা গড়ে ওঠার প্রবণতা রোধ করতে পারে।

একই সাথে, এটি অ্যানালিটিক্স, ড্যাশবোর্ড, ক্লিনিক্যাল সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা এবং এআই -চালিত অ্যাপ্লিকেশনের মতো ভবিষ্যৎ উদ্ভাবনগুলোর জন্য একটি সাধারণ ডিজিটাল ভিত্তি তৈরি করতে সাহায্য করবে। এর বাস্তবায়নের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে শ্রী গিত্যে জোর দিয়ে বলেন যে, সাফল্যের প্রকৃত মাপকাঠি হলো ডিজিটাল ব্যবস্থাগুলোর যথাযথ ব্যবহারশুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট পরিষেবা বা সুবিধাগুলো চালু করা নয়। রাজ্য সরকার সক্ষমতা বৃদ্ধির ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এর আওতায় রাজ্যের আটটি জেলার স্বাস্থ্যকর্মীদের ডিজিটাল স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত দক্ষতা ও সক্ষমতা জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্যানেল আলোচনায় ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিবের অংশগ্রহণ একটি জাতীয় মঞ্চে রাজ্যের চলমান আই এইচ এম আই এসএবংএবিডিএম-এর অগ্রযাত্রাকে তুলে ধরার এবং একটি আধুনিক, প্রযুক্তি-চালিত ও সমন্বিত ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্য ও পরিকল্পনা সবার সামনে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছে।

জগৎরামপুরে ঘুমের মধ্যে গায়ে

● **আটের পাতার পর** বা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তবে এগুলি সবই স্থানীয়দের অনুমান; ঘটনার বিষয়ে এখনও কোনও নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি।

অন্যদিকে, স্থানীয় সূত্রে আরও একটি সম্ভাবনার কথা উঠে এসেছে। জানালার উপরে অ্যাসিডের বোতল রাখা ছিল এবং কোনও কারণে সেটি নড়ে গিয়ে নিচে পড়ে সুনীলের শরীরে লাগেএমনটাও হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঘটনার খবর পেয়ে যাত্রাপুর থানার পুলিশও বিষয়টি জানতে পারে। তবে অ্যাসিডের বোতল কীভাবে পড়ল এবং ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছেতা এখনও স্পষ্ট নয়। ঘটনার প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে তদন্তের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে এলাকাবাসী।

মতিনগরে মহিলার গলায় ছুরি

● **আটের পাতার পর** ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ তাঁর। ঘটনার পর সোনামুড়া থানায় লিটন দাসের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন মন্টি সরকার। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা

● **আটের পাতার পর** আইচ, বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অতসী দাস, পরিবহণ দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. দেবাশ্রী দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুভাষ দত্ত, বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক বিঙ্কি সাহা প্রমুখ।

পন্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায়ের

● **প্রথম পাতার পর** হাসপাতাল ও অন্যান্য জনসাধারণের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কর্মসূচি। পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে মতবিনিময়, যুব সংলাপ, গ্রামসভা সংলাপ এবং গোসেবার মতো কর্মসূচিও নেওয়া হচ্ছে।

'এক পেড় মা কে নাম' কর্মসূচির আওতায় বৃক্ষরোপণেও অংশ নিচ্ছেন সেবা যাত্রীরা। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও এলাকার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেবা, যোগাযোগ, যুব অংশগ্রহণ, সামাজিক কল্যাণ, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান এবং জনসম্পৃক্ততাকে একত্রিত করাই 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর অন্যতম লক্ষ্য। আগামী ৭ অক্টোবর পর্যন্ত এই সেবা যাত্রা চলবে।

কর্মরত অবস্থায় এএনএম

● **প্রথম পাতার পর** সুপ্রীতি দেবনাথ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও সক্রিয় স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কর্মরত অবস্থায় তাঁর এই আকস্মিক মৃত্যু স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি বলে উল্লেখ করা হয়।

তাঁর অকাল প্রয়াণে শোকবার্তা জানিয়ে তাঁর বিদেহী আত্মার চিরশান্তি কামনা করা হয়। পাশাপাশি শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বকেয়া ট্রাফিক জরিমানা

● **প্রথম পাতার পর** জিপ, অটোরিকশা এবং হালকা মোটরযানের জন্য নির্দিষ্ট টার্মিনাল পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়েছে। বিধিনিষেধ চলাকালীন এসব যানবাহন নির্ধারিত টার্মিনাল পয়েন্ট পর্যন্তই চলাচল করতে পারবে। ট্রাক ও অন্যান্য পণ্যবাহী যানবাহনের জন্যও পৃথক টার্মিনাল পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব যানবাহনের ক্ষেত্রে একই সময়ে অর্থাৎ বিকেল ৫টা থেকে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত বিধিনিষেধ থাকবে। প্রস্তাবিত টার্মিনাল পয়েন্টগুলির মধ্যে রয়েছে আমতলী বাইপাস, খয়েরপুর বাইপাস, রানিরবাজার থানার অধীন মাধববাড়ি, লিচুবাগান এবং বর্ডার গোলচক্কর। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ টার্মিনাল পয়েন্টগুলিতে ড্রপ গেট ও সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে অতিরিক্ত পুলিশকর্মীও মোতায়েন করা হবে।

দুর্গাপূজার সময় জরুরি পরিষেবার যানবাহনের চলাচলের জন্য পৃথক জরুরি রুট এবং বিমান ও রেলপথে যাতায়াতকারী যাত্রীদের সুবিধার্থে পার্কিংয়ের ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

দুর্গাপূজার জন্য বিস্তারিত ট্রাফিক নির্দেশিকা শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে বলে জানান ট্রাফিক এসপি। ওই নির্দেশিকায় নো-এন্ট্রি এলাকা, নির্ধারিত টার্মিনাল পয়েন্ট, পার্কিং ব্যবস্থা এবং জরুরি রুট সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য থাকবে।

জ্ঞানেশের কুশপুত্তলিকা

● **প্রথম পাতার পর** তার সাংগঠনিক কর্মসূচি চালিয়ে যাবে বলেও জানান তিনি।

বক্তব্যে কংগ্রেস বিধায়ক পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগও তোলেন। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধরনের আইনি পদক্ষেপের ক্ষেত্রে যে সুরক্ষা রয়েছে, সেই আইনি বিধান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

এদিন ত্রিপুরায় টেট ও এসটিজিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থী এবং অন্যান্য বেকার যুবকদের আন্দোলনের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন সুদীপ রায় বর্মন। তাঁর অভিযোগ, কর্মসংস্থান ও নিজেদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী যুবকদের উপর পুলিশ বলপ্রয়োগ এবং জলকামান ব্যবহার করেছে।

আগামী দিনে দলের আন্দোলনের কর্মসূচি নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে আলোচনা হবে বলে জানান তিনি। সেই বৈঠকের পর দলের পরবর্তী কর্মসূচি নির্ধারণ করা হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যপ্রণালী নিয়ে উদ্বেগের প্রতিবাদে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি নেওয়া হতে পারে বলেও জানান কংগ্রেস নেতৃত্ব।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনের অপসারনের

● **প্রথম পাতার পর** দাবির মধ্যে রয়েছেমুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে পদ থেকে অপসারণ, এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করা এবং অন্যায়ভাবে ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া সকলের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক কার্যপ্রণালী পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের দাবিও জানানো হয়েছে। বাম দলগুলির প্রস্তাব, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং ভারতের প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রস্তাবিত নির্বাচন কমিটির ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক।

মানিক দে অভিযোগ করেন, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভোটার নথিভুক্তকরণ, নাম বাদ দেওয়া ও পুনর্বহাল এবং এসআইআর পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়ে দুই নির্বাচন কমিশনার অন্তত ১৪ বার আপত্তি নথিভুক্ত করলেও তাঁদের সম্মতি ছাড়াই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এককভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে চলেছেন। তাঁর দাবি, এর ফলে নাগরিকদের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বৈঠকে বাম নেতৃত্ব গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বলে জানান তিনি। পাশাপাশি রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষকে আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

এদিকে, টেট উত্তীর্ণ শিক্ষক নিয়োগপ্রত্যাশী শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের উপর পুলিশের জলকামান প্রয়োগ, গ্রেফতার ও দমনমূলক পদক্ষেপেরও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে পাঁচ বাম দল। বাম নেতৃত্বের অভিযোগ, রাজ্যে হাজার হাজার শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘদিন ধরে টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। চাকরির দাবিতে আন্দোলনরত টেট উত্তীর্ণদের উপর পুলিশি পদক্ষেপের নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তাঁদের ন্যায্য দাবি পূরণের দাবি জানানো হয়েছে বৈঠক থেকে।

সমাজ গঠনে তরুণ

● **প্রথম পাতার পর** সাহা। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা সহ উপস্থিত অতিথিগণ। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক মীনা রানী সরকার প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় শুধু একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না, তিনি ছিলেন ভারতীয় সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা ও দর্শনের এক মহান ধারক ও বাহক। তাঁর প্রণীত "একাত্ম মানবতাবাদ" মানুষের শরীর, মন, বুদ্ধি ও আত্মার সুষম বিকাশের কথা বলে। ব্যক্তি, সমাজ, প্রকৃতি ও পরমেশ্বরের মধ্যে পারস্পরিক ও আত্মিক সম্পর্কের ওপর তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের একটি অংশ যদি দুর্বল বা অবহেলিত থাকে, তাহলে একটি দেশ কখনও শক্তিশালী হতে পারে না। শরীরের একটি অঙ্গে আঘাত লাগলে যেমন সমগ্র শরীর কষ্ট পায়, তেমনই সমাজের কোনও অংশের পিছিয়ে থাকা সমগ্র সমাজের ওপর প্রভাব ফেলে। তাই সমাজের প্রতিটি অংশের সুষম ও সমন্বিত উন্নয়ন প্রয়োজন-এটাই ছিল পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের "অন্ত্যোদয়" ভাবনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমাজের একেবারে শেষ প্রান্তে থাকা দরিদ্র ও পিছিয়েপড়া মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দেওয়াই অন্ত্যোদয়ের মূল লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার সেই ভাবনাকে সামনে রেখে "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াস"-এর মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য, আবাসন ও পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবা নিশ্চিত করার বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যেও এই দর্শনের প্রতিফলন রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সততা, মূল্যবোধ, আত্মনির্ভরতা ও দেশসেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি দেশ ও সমাজের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেও তিনি স্বদেশী ভাবধারা ও জাতীয় চেতনাকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করেছিলেন। প্রকৃতি ও পরিবেশের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্কের কথাও পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের দর্শনে উঠে এসেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন। প্রকৃতির ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "এক পেড় মা কে নাম" কর্মসূচির মধ্যেও প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষার সেই ভাবনার বাস্তব প্রতিফলন রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন, মূল্যবোধ ও চিন্তাধারা সম্পর্কে নতুন প্রজন্মের জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। যাতে বিশেষ করে তরুণ সমাজ তাঁর জীবন ও আদর্শ থেকে প্রেরণা নিয়ে দেশ ও সমাজ গঠনে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। তাঁর আদর্শকে সামনে রেখে এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকগণ। উল্লেখ্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ সারা রাজ্যব্যাপী যথাযোগ্য মর্যাদায় পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মদিন পালিত হচ্ছে।

বার্ণালী গোস্বামীকে শোকজ নোটিশ বিজেপির

● **প্রথম পাতার পর** নেতৃত্বের নজরে এসেছে বলে নোটিসে উল্লেখ করা হয়।

দলীয় শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক নিয়ম মেনে চলার ওপর গুরুত্বারোপ করে নোটিসে বলা হয়েছে, উসকানিমূলক কর্মকাণ্ড অথবা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ও শান্তি বিঘ্নিত করতে পারেএমন কোনও আচরণ দল বরদাস্ত করবে না।

বার্ণালী গোস্বামীর কাছে তাঁর অবস্থান ও ঘটনার বিষয়ে লিখিত ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। বিজেপির নিয়ম ও শৃঙ্খলা কমিটির পক্ষ থেকে জারি করা এই নোটিসে স্বাক্ষর করেছেন সমরেন্দ্র চন্দ্র দেব। নোটিসে আরও জানানো হয়েছে, তাঁর জবাব সন্তোষজনক না হলে দলীয় নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টেট আন্দোলনে পুলিশি

● **প্রথম পাতার পর** অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান এবং সেখানে সভা করার প্রস্তুতি নেন। যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ আন্দোলনকারীদের আটক করে।

এদিনের কর্মসূচিতে ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব অভিযোগ করেন, বৃহস্পতিবার টেট উত্তীর্ণদের আন্দোলনে পুলিশ অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করেছে।

তাঁর দাবি, আন্দোলন দমন করে চাকরিপ্রার্থীদের ন্যায্য দাবিকে থামিয়ে দেওয়া যাবে না। সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগানও দেন বিক্ষোভকারীরা।

অন্যদিকে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক। তিনি বলেন, শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন করার ফলে সাধারণ মানুষকে যানজটের সমস্যায় পড়তে হয়। তাই এ ধরনের অবরোধ করতে দেওয়া হবে না। বৃহস্পতিবারের ঘটনায় পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিয়েছিল, সে প্রসঙ্গে তিনি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে পুলিশকে পদক্ষেপ নিতে হয় বলে জানান।

এদিকে, শুক্রবার সন্ধ্যায় টেট উত্তীর্ণদের উপর পুলিশি বলপ্রয়োগের অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহার প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, সব জায়গার পরিস্থিতি একরকম নয়। তিনি জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করে আটক করেছিল। তবে একজন আন্দোলনকারীর সঙ্গে পুলিশ যে আচরণ করেছে, তা না করলেই ভালো হতো বলেও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। বিষয়টি নিয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি।

টেট উত্তীর্ণদের নিয়োগের দাবি এবং বৃহস্পতিবারের পুলিশি পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। শুক্রবারের বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধের ঘটনায় রাজধানীর পরিস্থিতিও কিছু সময়ের জন্য উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

১৭৮ অতিথি অধ্যাপক

● **প্রথম পাতার পর** সহকারী অধ্যাপক এবং প্রায় ৭৩২ জন অতিথি অধ্যাপকের উপর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ৭৩২ জন অতিথি অধ্যাপকের মধ্যে ১৭৮ জন ইউজিসি-নির্ধারিত প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন এবং তাঁদের ৫ থেকে ১৫ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

তবে দীর্ঘ পরিষেবার ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থায়ীকরণের দাবি তাঁরা করেননি। বরং শিক্ষাগত যোগ্যতা, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা, বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজন, শূন্যপদ এবং সংশ্লিষ্ট আইন ও নিয়োগবিধি যাচাই করে একটি স্বচ্ছ নির্বাচন বা নিয়োগ প্রক্রিয়া চালুর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এবং চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম বা এফওয়াইইউজিপি চালুর পর কলেজগুলিতে একাডেমিক দায়িত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতিনিধিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। নতুন পাঠক্রমে বিষয়ভিত্তিক পাঠদানের পাশাপাশি গবেষণা পদ্ধতি, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, বিশেষায়িত পাঠ এবং আন্তঃবিষয়ক শিক্ষার মতো বিভিন্ন উপাদান যুক্ত হয়েছে। ফলে শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের একাডেমিক যোগাযোগ, মূল্যায়ন ও পরামর্শদানের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত দায়িত্ব তৈরি হয়েছে বলে আবেদনকারীদের বক্তব্য।

এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ অতিথি শিক্ষকদের পরিষেবা বন্ধ হওয়ায় সরকারি কলেজগুলির একাডেমিক কার্যক্রমে প্রভাব পড়তে পারে বলে তাঁরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন।

প্রতিনিধিপত্রে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কোনও সরকারি কলেজে যদি একই বিষয়ের শিক্ষকতার প্রয়োজন বছরের পর বছর ধরে থাকে, তাহলে সেই চাহিদা পূরণে দীর্ঘদিন অস্থায়ী বা অতিথি শিক্ষক ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা কতটা কার্যকর। তাঁদের মতে, ৫ থেকে ১৫ বছর ধরে একই কলেজ ব্যবস্থায় শিক্ষকতার প্রয়োজন থাকা দীর্ঘমেয়াদি একাডেমিক চাহিদারই ইঙ্গিত দেয়।

তবে আবেদনকারীরা স্বীকার করেছেন, দীর্ঘ পরিষেবা নিজে থেকেই নিয়মিত সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগের অধিকার সৃষ্টি করে না। সেই কারণে সাংবিধানিক নিয়োগনীতি, ইউজিসি বিধি, রাজ্য সরকারের নিয়োগবিধি এবং আদালতের নির্দেশ মেনে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা যাচাই করে একটি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হয়েছে।

এক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের পূর্ববর্তী কয়েকটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের কথাও প্রতিনিধিপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরের ১৫ অক্টোবর ২০২২-এর মেমোরেনডমের মাধ্যমে যোগ্য পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক বা পিজিটিদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শূন্য পদের বিপরীতে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদায়ন বা আত্তীকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে আবেদনকারীদের দাবি।

এর মাধ্যমে আরও ১৬ জন পিজিটিকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শূন্য পদের বিপরীতে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদায়ন করা হয় বলেও প্রতিনিধিপত্রে উল্লেখ রয়েছে।

তবে পূর্ববর্তী ওই ব্যবস্থাগুলির আইনগত ভিত্তি ও বর্তমান পরিস্থিতি অভিন্ন নয় বলে আবেদনকারীরাও স্বীকার করেছেন। তাই পুরনো ব্যবস্থা হুবহু প্রয়োগ না করে বর্তমান আইন ও নিয়োগবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুন করে এককালীন ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় প্রার্থীদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি ও নির্ধারিত নম্বর, এনইটি /এসএলইটি /এসইটি, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পিএইচডি, বিষয়ভিত্তিক যোগ্যতা, ডিগ্রির স্বীকৃতি এবং সরকারি কলেজে শিক্ষকতার নথি যাচাইয়ের কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক ও কলেজভিত্তিক শূন্যপদ নির্ধারণেরও প্রস্তাব রয়েছে।

বিষয়টি খতিয়ে দেখতে উচ্চশিক্ষা দপ্তর, উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠনের প্রস্তাবও দিয়েছেন অতিথি অধ্যাপকেরা। এই কমিটি সরকারি কলেজগুলির প্রকৃত শিক্ষক চাহিদা, শূন্যপদ, বিষয়ভিত্তিক একাডেমিক কর্মভার এবং আবেদনকারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করে সরকারের কাছে সুপারিশ করতে পারে বলে তাঁদের বক্তব্য।

প্রতিনিধিপত্রে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এর ডব্লিউ পি . (সি) নং, ১১০২ /২০২৬ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের অন্তর্বর্তী নির্দেশের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আবেদনকারীদের বক্তব্য, যে কোনও নিয়োগ বা স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা কঠোরভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন। তাঁদের দাবি, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা যোগ্যতার শিথিলতার জন্য নয়; বরং নির্ধারিত যোগ্যতা পূরণকারী এবং দীর্ঘদিন সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করা ব্যক্তিদের একটি স্বচ্ছ ও আইনসম্মত প্রক্রিয়ায় বিবেচনার জন্য।

দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সরকারি কলেজগুলিতে অন্তর্বর্তী শিক্ষকতার ব্যবস্থা করার কথাও প্রতিনিধিপত্রে বলা হয়েছে। তাঁদের মতে, চার বছরের স্নাতক পাঠক্রমের বর্তমান কাঠামোয় শিক্ষক সংকট অব্যাহত থাকলে পাঠদান, মূল্যায়ন, পরামর্শদান এবং প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষার উপর প্রভাব পড়তে পারে।

এখন ১৭৮ জন অতিথি অধ্যাপকের এই প্রতিনিধিপত্রের পর সরকারি কলেজগুলির শিক্ষক সংকট, শূন্যপদ এবং ভবিষ্যৎ একাডেমিক প্রয়োজনের বিষয়টি রাজ্য সরকার কীভাবে বিবেচনা করে, সেদিকেই নজর রয়েছে।

আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা থেকে মুক্ত হতে হবে

● **প্রথম পাতার পর** অর্থনৈতিক চিন্তাধারা নয়, মানুষের মন, বুদ্ধি ও আত্মার পরিবর্তন অর্থাৎ উন্নতির উপর জোর দিয়েছেন। তাঁর ভাবনা ছিল সমাজের একেবারে অন্তিম ব্যক্তি অর্থাৎ পিছিয়ে থাকা মানুষ। দিব্যাঙ্গজন মানুষের উন্নয়ন হলে সমাজ, রাজ্য ও দেশের প্রকৃত বিকাশ হবে। আমাদের দেশের সংস্কৃতি, সভ্যতা, সমাজ ব্যবস্থার মেলবন্ধন ও মানুষের জীবন দর্শন নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে। পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবনাদর্শ ও মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে দেশ, সমাজ, রাজ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সকলের প্রতি কৃষিমন্ত্রী অনুরোধ জানান। পাশাপাশি আত্মকেন্দ্রীক ভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে সকলকে সাথে নিয়ে, সকলের বিশ্বাস ও প্রয়াসের সাথে রাজ্য ও দেশকে বিকশিত করে তোলার প্রতি তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ। অনুষ্ঠানে মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান সঞ্জীব কুমার দাস, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সদস্যা নিয়তি ভৌমিক, সমাজসেবক কার্তিক আচার্য, সমাজসেবক শ্যামল দেবনাথ সহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পশ্চিম জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক।

এছাড়াও কুমারঘাট মহকুমায় আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়েছে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় জন্মজয়ন্তী-২০২৬। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে ফটিকরায়ে নজরুল কলা কেন্দ্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন তপশিলি জাতি কল্যাণ, প্রাণী সম্পদ বিকাশ ও মৎস্য মন্ত্রী সুধাংশু দাস। অনুষ্ঠানে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রধা জানানো হয়। আয়োজিত হয় আলোচনাচক্র ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

যথাযোগ্য মর্যাদায় আজ নলছড় ব্লক এলাকায়ও দুর্লভনারায়ণ কমিউনিটি হলে সোনামুড়া মহকুমা ভিত্তিক পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং নলছড় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নলছড় ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন কুমার দাস। অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের ভাষণে উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন, ভাবাদর্শ এবং সমাজের প্রতি তাঁর অবদানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় সমাজ ও দেশের কল্যাণের স্বার্থে যে পথ কিংবা আদর্শ আমাদের জন্য রেখে গেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ছিলেন একটি জীবন আদর্শের নাম এবং তিনি আমাদের সামনে নিয়ে এসেছিলেন একটি সাংগঠনিক সংস্কৃতি, যেটা হচ্ছে সমাজের অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত উন্নয়নের দর্শন। উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন আদর্শ ও চিন্তাধারাকে নিজেদের জীবনে ধারণ করে প্রত্যেককে সমাজ ও দেশের কল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও আলোচনা করেন অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী লোকজিৎ দেবনাথ। স্বাগত ভাষণ দেন সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের সহঅধিকর্তা গৌতম দাস। স্থানীয় শিল্পীরা অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অরিন্দম দাস, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সদস্য মিনাক্ষী দাস, সমাজসেবী রতন নন্দী, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু ফিসারম্যান সমবায় সমিতির সভাপতি পবিত্র কুমার দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উপস্থিত সকল অতিথিরা পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা সরকারি ডিগ্রি কলেজে যথাযোগ্য মর্যাদায় পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান পালিত হয়। মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ও তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদ এবং তেলিয়ামুড়া সরকারি ডিগ্রি কলেজের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের প্রদীপ জ্বেলে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্য সরকারের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা।

সাব্রুম মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ মনু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মাইলাফু মগ।

জম্পুইজলা মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ জম্পুইজলা মহকুমার অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ সেবা আশ্রম প্রাঙ্গণে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়।

লংতরাইভ্যালি সরকারি ডিগ্রি কলেজের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর দীপক চন্দ্র শর্মা, লংতরাইভ্যালি সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মালসোয়ামা ডার্লং। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর তাপস চাকমা।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং কবিগুরু আর এন ডি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের সহযোগিতায় গন্ডাতুইসা মহকুমা ভিত্তিক পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আজ এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গন্ডাতুইসা মহকুমাস্থিত কবিগুরু আরএনডি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের কালচার্যাল হলে এই অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন গন্ডাতুইসার বিদ্যালয় পরিদর্শক থাইসা মগ।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং ভারতচন্দ্রনগর ব্লক, বিলোনীয়া পুর পরিষদ ও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় আজ এসবিসি নগরস্থিত সুখসাগর বিয়ে বাড়ির হলঘরে অনুষ্ঠিত হয় বিলোনীয়া মহকুমা ভিত্তিক পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ভারত চন্দ্রনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুতুল পাল বিশ্বাস। উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, পুর পরিষদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি অনুপম চক্রবর্তী, সমাজসেবী গৌতম সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহ অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা প্রমুখ।

এদিন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে মুকুট অডিটোরিয়ামে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান কৃষ্ণা রিয়াং, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক এবং অন্যান্য বিশিষ্টজন।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় আজ কমলপুর নজরুল ভবনে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক মনোজ কান্তি দেব।

কাঞ্চনপুর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়।

যথাযোগ্য মর্যাদায় ও শ্রদ্ধার সাথে আজ পানিসাগরে পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়। পানিসাগর মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয় এবং পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে পানিসাগর টাউনহলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক বিনয় ভূষণ দাস।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আজ কৈলাসহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে মহকুমা ভিত্তিক পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা রাণী দেবরায়।

আজ জিরানীয়া মহকুমায় পালিত হলো পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী। জিরানীয়া মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে এবং জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান জিরানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির হলে আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জিরানীয়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রতন কুমার দাস।

ক্রীড়াঙ্গন

রাজ্যভিত্তিক ভলিবল টুর্নামেন্ট : জমজমাট জয়ী বিএসএফ, অয়ন ফার্নিচার ও বিশালগড়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।।অগণিত ক্রীড়াপ্রেমী দর্শকের তুমুল উপস্থিতির মধ্য দিয়ে বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে চলছে রাজ্যভিত্তিক ভলিবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। প্রতিযোগিতার শুরুতেই এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। প্রথম দিনের খেলাগুলোতে ধর্মনগর আদর্শ সংঘ, গুয়াহাটি শক্তি, বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার এবং অয়ন ফার্নিচার নিজ নিজ ম্যাচে জয় লাভ করে সেমিফাইনালের দৌড়ে নিজেদের অবস্থান মজবুত করেছিল। ধর্মনগর আদর্শ সংঘ ২৫-১৬ ও ২৫-২২ পয়েন্টে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনকে পরাস্ত করে, আর গুয়াহাটি শক্তি ২৫-২১ ও ২৫-২৩ পয়েন্টে অরুণাচল প্রদেশকে পরাজিত করে।প্রথম দিনের অপরাহ্নের খেলায় সাব্রুম রাইজিং স্টার-এর বিরুদ্ধে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার প্রথম সেট ২৫-১৮ পয়েন্টে জিতলেও, সাব্রুম দ্বিতীয় সেটে ২৫-২৩ পয়েন্টে ঘুরে দাঁড়ায়। তবে শেষ ও নির্ণায়ক সেটে বিএসএফ ১৫-৮ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয়। অন্যদিকে, কসমোপলিটন ক্লাবের মুখোমুখি হয়ে অয়ন ফার্নিচার ২৫-২১ ও ২৫-১৮ পয়েন্টের সরাসরি সেটে জয় নিশ্চিত করে।এদিকে আজ, শুক্রবার সকালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় দিনের খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার চিত্র ফুটে ওঠে। দিনের প্রথম ম্যাচে বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ার ২৫-১৮ ও ২৫-০৯ পয়েন্টের সহজ ব্যবধানে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টকে পরাজিত করে। দ্বিতীয় খেলায় কসমোপলিটন ক্লাব ২৫-১৮ ও ২৫-১৮ পয়েন্টে গুয়াহাটি শক্তিকে পরাস্ত করে। দিনের তৃতীয় রোমাঞ্চকর ম্যাচে বিশালগড় পি.সি প্রথম সেটে হেরে গিয়েও (২০-২৫, ২৫-২০, ১৫-১১) সাব্রুম রাইজিং স্টারকে হারিয়ে দারুণ জয় তুলে নেয়। দিনের চতুর্থ তথা শেষ ম্যাচে অয়ন ফার্নিচার ২৫-২২, ২৪-২৬ ও ১৫-১০ ব্যবধানে এলসিপি সাব্রুমের বিরুদ্ধে এক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শেষে জয় সুনিশ্চিত করে।

এশিয়ান গেমসে পর্যবেক্ষক মনোনীত সমীর সাহাকে সংবর্ধনা জানাবে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ও বক্সিং অ্যাসো

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। জাপানের আইচি-নাগোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ২০তম এশিয়ান গেমস ২০২৬-এ বক্সিং প্রতিযোগিতার জন্য ভারতের অন্যতম পর্যবেক্ষক হিসেবে মনোনীত হয়ে রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন সমীর সাহা। এই ঐতিহাসিক সাফল্যকে সম্মান জানাতে আগরতলার নেতাজি চৌমুহনীস্থিত এনএসআরসিসি প্রাঙ্গণে এক বিশেষ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই আসরে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত জাপানের আইচি-নাগোয়ায় এই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামঞ্চে ত্রিপুরা রাজ্যের এই গর্বের অর্জনকে ঘিরে ক্রীড়ামহলে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে। ঘোষিত সূচি অনুযায়ী, আগামীকাল, শনিবার দুপুর ১২:০০ টায় প্রথমে ''মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা''-র পক্ষ থেকে সমীর সাহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধিত করা হবে। এরপর দুপুর ১:০০ টায় ''ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন''-এর পক্ষ থেকে তাঁকে পৃথকভাবে সংবর্ধনা জানানো হবে। এই মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে উভয় ক্রীড়া সংস্থার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত থেকে তাঁকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাবেন। ক্রীড়া কর্তাদের মতে, সমীর সাহার এই বিরল দায়িত্ব লাভ রাজ্য তথা দেশের উদীয়মান অ্যাথলেট ও তরুণ বক্সারদের আন্তর্জাতিক স্তরে নিজেদের তুলে ধরতে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

পরাজয়ে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল ফরোয়ার্ড ক্লাব, সুপারের চার দল চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। ''শ্যাম সুন্দর কোং জুয়েলার্স'' চন্দ্র স্মৃতি ''এ'' ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্টের অতি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল ফরোয়ার্ড ক্লাব। ফলে চলতি মৌসুমে লিগের মূল পর্বে (সুপার ফোর) স্থান করে নেওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেল তাদের। ২৫শে সেপ্টেম্বর উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই ভাগ্যনির্ধারণী ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘ ২-১ গোলের ব্যবধানে ফরোয়ার্ড ক্লাবকে পরাজিত করে। ফরোয়ার্ড ক্লাবের বিপক্ষে জয়ের পর টুর্নামেন্টের সেমিফাইনাল তথা সুপার ফোর পর্ব নিশ্চিত করা চারটি দল হলো এগিয়ে চলো সংঘ, কল্যাণ সমিতি, ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। আজকের এই শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়ে আশায় বুক বাঁধে। কিন্তু খেলার শেষ মুহূর্তে পাশা উল্টে দেয় এগিয়ে চলো সংঘ। তাদের হয়ে এস এন মেইতেই ৭০ মিনিটে প্রথম গোল করে সমতা ফেরান এবং অতিরিক্ত সময়ে (৯০২ মিনিট) ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোল করে দলকে অবিস্মরণীয় জয় এনে দেন। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ পরিচালনা করেন ম্যাচ রেফারি আদিত্য দেববর্মা, সহকারী রেফারি বিপ্লব সিং ও সুকান্ত দত্ত এবং চতুর্থ অফিশিয়াল সত্যজিৎ দেব রায়। এই হারের ফলে ফরোয়ার্ড ক্লাবের পয়েন্ট ৮ ম্যাচ শেষে ১১-তেই থমকে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, আগেই সুপার ফোরে স্থান পাকা করে নেওয়া লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্বের চতুর্থ দল হিসেবে মূল পর্বে তাদের স্থান ধরে রাখল। তীব্র লড়াই সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে কাঙ্ক্ষিত জয় হাতছাড়া হওয়ায় চরম হতাশায় মাঠ ছাড়তে হয় ফরোয়ার্ড ক্লাবের ফুটবলারদের।

প্রেস ক্লাব আয়োজিত ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি চূড়ান্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে ও স্পোর্টস সাব-কমিটির ব্যবস্থাপনায় ফের জমে উঠেছে ইনডোর গেমস টুর্নামেন্ট। আগামীকাল, শনিবার দুপুর ২:০০ টা থেকে এনএসআরসিসি-র ব্যাডমিন্টন হল-এ পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগে একক ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। সাব-কমিটির কনভেনার অভিষেক দে জানান, এই প্রতিযোগিতা ঘিরে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বহু সাংবাদিক খেলোয়াড় নাম নথিভুক্ত করে জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান, প্রেস ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক সহ পরিচালন কমিটির সকল কর্মকর্তাকে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।পূর্বে আয়োজিত লুডো, দাবা এবং ফুটবল টুর্নামেন্টের অভূতপূর্ব সাফল্যের পর এই ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে এখন উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ক্রীড়া সাব-কমিটির বৈঠকে আগামী দিনের ক্রীড়া সূচিও চূড়ান্ত করা হয়েছে; যার মধ্যে রয়েছে আগামী জানুয়ারি মাসে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ফেব্রুয়ারি মাসে বহুল প্রতীক্ষিত ''আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্রিকেট প্রিমিয়ার টুর্নামেন্ট''। সংবাদকর্মীদের পেশাগত ব্যস্ততার মাঝে এই ধরণের নিয়মিত ক্রীড়া আয়োজন সুস্থ বিনোদন ও পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

প্রথম নর্থইস্ট মুয়েথাই চ্যাম্পিয়নশিপে

৪৭টি পদক জিতে ২য় স্থান ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর।। গত ২১ থেকে ২৪শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মিজোরামের আইজল শহরে অনুষ্ঠিত ১ম নর্থইস্ট রিজিওনাল মুয়েথাই চ্যাম্পিয়নশিপে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে ত্রিপুরা রাজ্যদল। ''মুয়েথাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা''-র উদ্যোগে ৫৫ সদস্যের এই লড়াকু দলটি মিজোরামের মাটিতে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করে। প্রতিযোগিতায় রাজ্যদলের তরুণ প্রতিভারা অসাধারণ ক্রীড়াশৈলী প্রদর্শন করে ১৬টি সোনা, ১৫টি রূপো এবং ১৬টি ব্রোঞ্জ সহ সর্বমোট ৪৭টি পদক ছিনিয়ে আনে। দলগতভাবে এই গৌরবময় পারফরম্যান্সের মাধ্যমে ত্রিপুরা প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান (ফার্স রানার্স-আপ) দখল করে সমগ্র রাজ্যকে গর্বিত করেছে। অ্যাসোসিয়েশনের মতে, রাজ্যের মুয়েথাই খেলার ইতিহাসে এটিই এযাবৎকালের সর্বাধিক পদক জয়ের বিরল নজির। ২৪শে সেপ্টেম্বর আইজলে চ্যাম্পিয়নশিপের সফল সমাপ্তির পর, আজ শুক্রবার রাজ্য দলটি আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে এবং আগামীকাল সকালে তারা রাজ্যে ফিরে আসবে। ঐতিহাসিক এই সাফল্যের পর ''মুয়েথাই অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা''-র জেনারেল সেক্রেটারি অজয় রায় সহ সংগঠনের সমস্ত কর্মকর্তারা বিজয়ী পদকপ্রাপক, অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ও প্রশিক্ষকদের উষ্ণ অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এই জয় রাজ্যে মুয়েথাই খেলার প্রসারে এবং উদীয়মান অ্যাথলেটদের অনুপ্রাণিত করতে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশাপ্রকাশ করা হয়েছে।

প্রধান নির্বাচক পদে আগরকর আর কতদিন? জানিয়ে দিল বোর্ড, জানানো হল উত্তরসূরি বাছার দিনক্ষণও

জাতীয় নির্বাচক প্রধান হিসাবে অজিত আগরকর যে আর থাকবেন না, বোর্ডের বার্ষিক সভার পরই বোঝা যাচ্ছিল। এবার সেই জল্পনাতেই সিলমোহর পড়ে গেল। খোদ বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়ে দিলেন, আগামী ৪ অক্টোবরই প্রধান নির্বাচক হিসাবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগরকরের। বোর্ড চেষ্টা করছে, তার পরপরই আগরকরের উত্তরসূরি চূড়ান্ত করে ফেলতে।

৪ অক্টোবর আগরকরের তিন বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। বোর্ডের সাধারণ সভাতেই তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধান নির্বাচক পদে আর থাকতে চান না তিনি। ফলে তাঁর মেয়াদ বৃদ্ধির যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, সেটাও শেষ হয়ে যায়। মাঝে শোনা গিয়েছিল, আগামী বছর যেহেতু ওয়ানডে বিশ্বকাপ রয়েছে, তাই আগরকরের মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে। কিন্তু রোহিত শর্মার অবসর নিয়ে অহেতুক বিতর্কের জেরে সেই সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। যেভাবে নির্বাচকরা রোহিতের মতো মহাতারকাকে অবসরের জন্য চাপ দিয়েছিল সেটা একেবারে নাপসন্দ ছিল বোর্ড কর্তাদের। সেই বিতর্কের জেরেই বোর্ড ঠিক করে আগরকরকে আর রাখা হবে না। এর মধ্যেই আগরকর নিজে জানিয়ে দেন, তিনি আর নির্বাচকপ্রধান পদে থাকতে চান না।

আগরকরের মেয়াদ শেষের পরই নতুন নির্বাচকপ্রধান নিয়ে আলোচনা হবে বলে জানিয়েছেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া। তিনি বলেন, ''৪ অক্টোবরের পরেই প্রধান নির্বাচকের ফাঁকা জায়গা নিয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে জানিয়ে দেওয়া হবে।'' বিসিসিআই বেসরকারিভাবে তাঁর উত্তরসূরি বাছার কাজটাও শুরু করে দিয়েছে। আগরকরের পরিবর্ত হিসাবে নাকি দু'টো নামও ইতিমধ্যে ভেবে ফেলা হয়ে গিয়েছে। তাঁরা, প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার পার্থিব প্যাটেল। এবং প্রাক্তন বাঁ-হাতি স্পিনার প্রজ্ঞান ওঝা। এঁদের দু'জনের মধ্যে একজন নাকি জাতীয় নির্বাচক প্রধান হয়ে যেতে পারেন।তবে একই সঙ্গে উত্তরসূরি হিসাবে ভেসে আসছে ভিভিএস লক্ষ্মণ, অনিল কুম্বলে, রাহুল দ্রাবিড়রদের নামও। এই নামগুলো উঠে আসার নেপথ্যে যুক্তি কী? গম্ভীর পরবর্তী জমানায় টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ হিসাবে লক্ষ্মণের নাম শোনা যাচ্ছে। বেঙ্গালুরুর 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স'-এর প্রধান লক্ষ্মণ এর আগে একাধিক বার অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্বও সামলেছেন। ফলে ভারতীয় দলের পরিবেশ তাঁর অজানা নয়। তবে বড় দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে লক্ষ্মণের আগ্রহ নিয়ে এখনও কিছুটা সংশয় রয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটে কোচ এবং ক্রিকেটার হিসাবে অনিল কুম্বলের অবদান অনস্বীকার্য। অনেকেই মনে করছেন, গুরুত্বপূর্ণ এই পদে তাঁর নেতৃত্বগুণ কাজে আসতে পারে। রাহুল দ্রাবিড়কে এই দায়িত্বে আনা হলে তা ভালো সিদ্ধান্ত হতে পারে। নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা প্রশ্নাতীত। ক্রিকেট নিয়েও আধুনিক মনস্ক। ভারতীয় দলের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। গৌতম গম্ভীর এবং দলের সিনিয়র ক্রিকেটাররা তাঁকে সম্মান করেন। এখন দেখার, বোর্ড তাঁকে এই দায়িত্ব নিতে রাজি করাতে পারে কি না।

এশিয়াডে দ্বিতীয় সোনা ভারতের শেষ মুহূর্তে দলে বদল করে বাজিমাত

নাগোয়া এশিয়ান গেমস থেকে দ্বিতীয় সোনা জিতল ভারত। শুক্রবার শুটিংয়ের মিক্সড টিম ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে সোনা জিতলেন সুরুচি সিংহ এবং কমলজিৎ। এশিয়ান গেমসে নতুন রেকর্ডও গড়েছেন তাঁরা। শুটিংয়ে সোনার পাশাপাশি এসেছে রুপোও। ছেলেদের দলগত ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করেছে ভারতীয় দল। মেয়েদের কবাডি দল সেমিফাইনালে নেপালকে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছে। অর্থাৎ, আরও একটি রুপো নিশ্চিত ভারতের।

ফাইনালে একটা সময় পর্যন্ত দক্ষিণ কোরিয়ার জুটির সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলেও শেষ দিকে সুরুচি-কমনজিতের সঙ্গে পেরে ওঠেনি সুহিয়ন হং-গেউন চু জুটি। মোট ৪৮৪.৬ পয়েন্ট স্কোর করে সোনা জিতেছেন সুরুচি-কমলজিৎ। দক্ষিণ কোরীয় জুটি থেমেছে ৪৭৮.০ পয়েন্টে। এই ইভেন্টে ৪১৫.৮ স্কোর করে ব্রোঞ্জ ইরানের। আর ৩.৮ পয়েন্ট স্কোর করতে পারলে বিশ্বরেকর্ড স্পর্শ করতে পারতেন সুরুচি-কমলজিৎ। যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৫৮৭ পয়েন্ট স্কোর করে প্রথম জুটি হিসেবে ফাইনালে উঠেছিলেন তাঁরা। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের নিয়ে ভাল কিছুর প্রত্যাশা ছিল ভারতীয় শিবিরে। উল্লেখ্য, এ বারের এশিয়ান গেমস থেকে ভারতকে প্রথম সোনা এনে দিয়েছিল মেয়েদের ক্রিকেট দল। এই ইভেন্টের আগে ভারতের শুটিং সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে সুরুচির সঙ্গে নামার কথা ছিল বালাকৃষ্ণ উচাগানভের। সাম্প্রতিক ফর্ম বিচার করে শেষ মুহূর্তে বালাকৃষ্ণের পরিবর্তে কমলজিৎকে নামানোর সিদ্ধান্ত নেন কোচ-কর্তারা। ব্যক্তিগত ইভেন্টের যোগ্যতা অর্জন পর্বে বালাকৃষ্ণ ৫৬৮ পয়েন্ট স্কোর করে ৩৫ নম্বরে শেষ করে। তার পরই মিক্সড টিম ইভেন্টের দল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। টিম ইভেন্টের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ২৯টি শট ১০ পয়েন্টের বৃত্তে মেরে সুরুচি-কমলজিৎ জুটি প্রমাণ করে দেয়, কর্তাদের সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না। কমলজিৎ ব্যক্তিগত ইভেন্টের ফাইনালে উঠলেও ব্যর্থ হয়েছেন সুরুচি। তিনি যোগ্যতা অর্জন পর্বে ২৬ নম্বরে শেষ করেন। তা-ও তাঁর উপর ভরসা রেখেছিলেন কর্তারা। সুরুচি সেই ভরসার দাম দিলেন দলগত ইভেন্টে।ছেলেদের দলগত ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি পজিশনে রুপো পেল ভারত। ঐশ্বর্য প্রতাপ সিংহ তোমার, নীরজ কুমার এবং রুদ্রাংশ পটেল ১৭৬২ পয়েন্ট স্কোর করেছেন। তাঁরা ৯৪টি শটে ১০ পয়েন্ট পেয়েছেন। ১৭৬৬ পয়েন্ট স্কোর করে সোনা জিতেছে চিন। তারা ৯৫টি শটে ১০ পয়েন্ট পেয়েছে। ১৭৫১ স্কোর করে ব্রোঞ্জ দক্ষিণ কোরিয়ার। তাদের ১০ পয়েন্ট এসেছে ৮৭টি শট থেকে।

মেয়েদের কবাডিতে সোনার পদক থেকে একটি জয় দূরে ভারত। শুক্রবার সেমিফাইনালে নেপালকে ৪৮-২৪ ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। স্কোয়াসে ছেলেদের সিঙ্গলসে পদক নিশ্চিত করেছেন অভয় সিংহ। তিনি জাপানের প্রতিপক্ষকে ১১-৪, ১১-৩, ১১-৬ ব্যবধানে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন। ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত হয়েছে অভয়ের। জয় এসেছে মহিলাদের হকিতেও। গ্রুপের ম্যাচে আয়োজক জাপানকে ৩-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ভারত। গোল করেছেন লালরেমসিয়ামি, ইশিকা এবং নবনীত কৌর। ৩৬ মিনিটে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর কিছুটা রক্ষণাত্মক হয়ে যায় ভারতীয় দল। সেই সুযোগে ৪৬ মিনিটে একটি গোল করে জাপান।

বিরাট, রোহিত দলে থাকলেই ৯০ শতাংশ বিশ্বকাপ জয় নিশ্চিত ভারতের: রায়না

মুম্বই: ২০২৭ ওয়ান ডে বিশ্বকাপে কি আদৌ বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা খেলবেন? গত কয়েকটি মাস ধরে এই প্রশ্নটাই সবার মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। ক্রিকেটের দুই ফর্ম্যাট থেকে অবসর নিলেও ২২ গজের দুই মহারথী শুধুমাত্র ওয়ান ডে ফর্ম্যাটে এখনও খেলছেন। দু'জনে আগামী বছর হতে চলা বিশ্বকাপ খেলতে মরিয়া। শেষবার জাতীয় দলের জার্সিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে দু'জনেই দুর্দান্ত ছন্দে ছিলেন। সেই ছন্দ আগামী বছর পর্যন্ত ধরে রাখতে পারলে নিশ্চিতভাবেই স্কোয়াডে ঢুকে পড়বেন রো-কো। প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সুরেশ রায়না মনে করেন বিরাট, রোহিত দুজনেই যদি খেলেন বিশ্বকাপে তাহলে ভারতের ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ বেড়ে যাবে।

এক সাক্ষাৎকারে সুরেশ রায়না বলেন, ''আমাদের দলে একজন ''রান মেশিন'' আছেন। আর একজন দুর্দান্ত অধিনায়ক আছেন যিনি আইপিএলে ও দেশের হয়ে বহু ট্রফি জিতেছেন। রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির আলাদা করে কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন নেই, কারণ আমি তাঁদের সঙ্গে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি। এবার আমরা দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়েতে বিশ্বকাপ খেলছি, আর আমার মনে হয় দলে তাঁদের দুজনের উপস্থিতি আমাদের ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ বাড়িয়ে দেবে।''

তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার সন্দীপ পাতিলও সুরেশ রায়নার বক্তব্যের সঙ্গে সহমত। তিনি বলেন, ''পুরোটাই নির্ভর করছে এই দুই ক্রিকেটারের ওপর। সবকিছু এই দুই খেলোয়াড়ের ওপরই নির্ভর করছে। তাঁরা কি খেলা চালিয়ে যেতে চাইবেন? তাঁরা কি নিজেদের ফিটনেস বজায় রাখতে পারবেন? নির্বাচকদের কৌশলই বা কী? নির্বাচকেরা কি ভবিষ্যতের কথা ভাবছেন? বর্তমান খেলোয়াড়দের পাশাপাশি আমাদের সবসময় এটাও ভেবে দেখতে হবে যে, এমন সময় যদি আসে যখন তাঁদের দল থেকে বাদ দিতে হবে, তখন তাঁদের জায়গায় নেওয়ার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী কাউকে আমাদের দলে আছে কি না। তবে আমার মনে হয় না বিরাট বা রোহিত দলে থাকুক বা না থাকুক, তাতে কোনও সমস্যা হবে।''

বিরাট ও রোহিতকে ফের দেখা যাবে জাতীয় দলের জার্সিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজে। এই সিরিজটি শুরু হচ্ছে ২৭ সেপ্টেম্বর। তিরুবনন্তপুরমের গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে খেলতে নেমেছিল ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম ওয়ান ডে ম্যাচে। দ্বিতীয় ম্যাচটি হবে আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি স্টেডিয়ামে। মুল্লানপুরে আগামী ৩ অক্টোবর শেষ ওয়ান ডে ম্যাচ। বিরাট কোহলি এখন টেস্ট থেকে অবসর নিয়েছেন। তবে দেড় বছর আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি টেস্টে তরুণ ক্রিকেটার স্যাম কনস্টাসের সঙ্গে ঝামেলা হয়েছিল তাঁর। তর্কাতর্কি হয়েছিল মাঠের মধ্যেই। সেই ঘটনা নিয়ে আবার মুখ খুলেছেন কনস্টান। অস্ট্রেলিয়া এ দলের হয়ে খেলতে যিনি এখন রয়েছেন ভারতেই।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টে অভিষেক হয়েছিল কনস্টাসের। ম্যাচের মধ্যে কোহলির সঙ্গে বাদানুবাদ হয় তাঁর। পরে জসপ্রীত বুমরাহের সঙ্গেও একপ্রস্থ তর্ক করেন তিনি। পরে তাঁর ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয়। কনস্টাসের এমন আচরণ কেউই পছন্দ করেননি।

সেই ঘটনা নিয়ে 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া'কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কনস্টাস বলেছেন, ''ও আমাকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়েছিল। সেই ঘটনার পর দু'জনেই এগিয়ে গিয়েছি। এটা খেলারই অংশ। ম্যাচের পর আমাকে ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছাও জানিয়েছিল।'' সেই ম্যাচে বুমরাহকে রিভার্স সুইপে একটি ছয় মেরেছিলেন কনস্টাস। সেটি ছিল টেস্টে বুমরাহের হজম করা প্রথম ছক্কা। তার পর ভারতের বোলারকে রাগিয়ে দেওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন কনস্টাস। সেই ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ''ওই ঘটনা এখন ভাল মনে নেই। তবে খুব মজা হয়েছিল। এত কিছু আমার প্রথম ম্যাচ খেলার দিনই হয়ে যাচ্ছে, এটা ভাবতেই পারছিলাম না। বুমরাহ বিশ্বের সেরা বোলার। তাই ওর কাছেও রান হজম করাটা মেনে নেওয়া কঠিন হয়ে গিয়েছিল।''

তিন বছর পর দেশে আইপিএল নিলাম কোন শহরে, জানিয়ে দিল বিসিসিআই

তিন বছর পর ফের দেশের মাটিতে হতে চলেছে আইপিএলের নিলাম। ডিসেম্বরের নিলামের জন্য গোয়াকে বেছে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। বুধবার বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানিয়েছেন, এবার আর বিদেশে নয়, ভারতের মাটিতেই বসবে আইপিএল নিলামের আসর।গত তিন বছর বিদেশের মাটিতে হয়েছে আইপিএলের নিলাম। ২০২৪ সালে দুবাই, ২০২৫ সালে জেড্ডা এবং ২০২৬ সালে আবু ধাবিতে বসেছিল আসর। এবার সেই ধারায় ছেদ পড়ছে। দেশে নিলাম ফিরিয়ে আনার কথা আগেই জানিয়েছিলেন আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল। এবার সাইকিয়া বলেন, ''টানা তিন বছর আইপিএলের নিলাম হয়েছে বিদেশে। সৌদি আরব, দুবাই এবং আবু ধাবির পর এবার আবার দেশের মাটিতেই নিলাম হবে। ডিসেম্বরের নিলামের জন্য গোয়াকে বেছে নেওয়া হয়েছে।''নিলামের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কাছ থেকে মতামতও চেয়েছে বিসিসিআই। আলোচনায় রয়েছে 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার'-এর নিয়ম। এই নিয়ম নিয়ে ক্রিকেটমহলে অবশ্য বিতর্ক কম হয়নি। একাধিক ক্রিকেটার প্রকাশ্যে এর বিরোধিতা করেছেন। আইপিএলের গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই নিয়ম নিয়ে সাইকিয়া বলেন, ''ইমপ্যাক্ট প্লেয়ারের নিয়ম নিয়ে আলোচনা জারি রয়েছে। এ নিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। সকলের মতামত জানার পর এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।''কেবল নিলাম নয়, আগামী আইপিএলের সময়সূচি নিয়েও ভাবনাচিন্তা করছে বোর্ড। চলতি বছর জুনে বোর্ড সচিব জানিয়েছিলেন, আবহাওয়ার প্রতিকূলতা এড়াতে এবার প্রতিযোগিতা কিছুটা এগিয়ে আনার কথা ভাবা হচ্ছে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

“বন্দে মাতরম” শুধু গান বা কবিতা নয়, ভারতের ইতিহাস ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: বন্দে মাতরম শুধু কোনও গান বা কবিতা নয়, এটি ভারতের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। গত ১৫০ বছরে এই গান ভাষা, অঞ্চল, জাতি ও সম্প্রদায়ের সীমানা অতিক্রম করে ভারতের জনগণের আবেগ, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষার এক শক্তিশালী প্রকাশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বন্দে মাতরম-এর ১৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত নমামি ভারতম বন্দে মাতরম গণসংগীত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। আজ সকালে আগরতলার ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি টাউনহলে নয়াদিল্লির বিদ্যা ভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থানের উদ্যোগে এবং গান্ধীগ্রামের বিদ্যা মন্দিরের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বন্দে মাতরম-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্যের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, শ্রী অরবিন্দ যখন বন্দে মাতরম-কে শুধুমাত্র একটি গান নয়, বরং একটি পবিত্র আহ্বান হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, তখন তিনি সেই গভীর আবেগেরই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন, যা স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অসংখ্য ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। রাজ্যপাল বলেন, গত ১৫০ বছরে বন্দে মাতরম একটি সাহিত্যকর্মের পরিসর অতিক্রম করে জাতীয় জাগরণ ও দেশাত্মবোধের এক চিরন্তন প্রতীকে পরিণত হয়েছে। এই গান স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনুপ্রাণিত করেছে এবং মাতৃভূমির জন্য আত্মত্যাগের সাহস জুগিয়েছে। তিনি বলেন, এই গানের চেতনা দেশের প্রতিটি প্রান্তে, এমনকি ত্রিপুরার গ্রাম ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও পৌঁছে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

রাজ্যপাল তরুণ প্রজন্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধভিত্তিক বিকাশে বিদ্যা ভারতী শিক্ষা সমিতি, ত্রিপুরার অবদানেরও প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের আবাসভূমি। সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা এবং দেশের প্রতি সেবার মানসিকতা নিয়ে তরুণ প্রজন্মকে গড়ে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য তিনি সংগঠনটির প্রশংসা করেন। গান্ধীগ্রামের বিদ্যা মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষক, স্বেচ্ছাসেবক, সদস্য ও সহযোগীদের শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁদের নিষ্ঠা ও অবদানের জন্য রাজ্যপাল অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তরুণ প্রজন্মের সাংস্কৃতিক ও জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দেবব্রত দাস বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গান্ধীগ্রামের বিদ্যা মন্দিরের প্রধান শিক্ষক ধ্রুব মণ্ডল। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিদ্যা ভারতী, ত্রিপুরার সভাপতি অধ্যাপক ড. মিলন রানি জমাতিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গান্ধীগ্রামের বিদ্যা মন্দিরের পরিচালন সমিতির সভাপতি তন্দ্রা গনচৌধুরী, বিদ্যা ভারতী, ত্রিপুরার রাজ্য সমন্বয়কারী ড. নীলমণি চক্রবর্তী এবং গান্ধীগ্রামের বিদ্যা মন্দিরের সম্পাদক সুভাষ গনচৌধুরী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, সদস্য, স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল বন্দে মাতরম-এর গণসংগীত। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা একত্রিত হয়ে এই গানের ১৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করেন।

সিপিএম প্রার্থীর বাড়িতে হামলা কমলপুরে বিক্ষোভ মিছিল ডেপুটেশন

কমলপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর: ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের আগে শ্রীরামপুরে সিপিআইএম প্রার্থীর বাড়িতে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল কমলপুরে। সিপিআইএমের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে শ্রীরামপুর ভিলেজ কমিটির এক প্রার্থীর বাড়িতে বিজেপি ও তিপ্রা মথা আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার কমলপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করে সিপিআইএম। দলের পক্ষ থেকে হামলার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার এবং আসন্ন নির্বাচনে দলের প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

বিক্ষোভ মিছিলটি কমলপুর শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কার্যালয়ের সামনে পৌঁছায়। পরে সিপিআইএমের একটি প্রতিনিধি দল মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে হামলার অভিযোগের তদন্ত, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

এদিনের কর্মসূচিতে সিপিআইএমের একাধিক নেতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণী রায়, সুবীর দেব, সুলেমান আলী, হিমাদ্রী দত্ত, অঞ্জন ব্রহ্মা-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব। বিক্ষোভ সভায় সিপিআইএম নেতৃত্বের অভিযোগ, নির্বাচনের আগে বিরোধী প্রার্থীদের আতঙ্কিত করার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের হামলার ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। তাঁদের দাবি, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ বজায় রাখতে প্রশাসনকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হামলার ঘটনায় জড়িতদের অবিলম্বে গ্রেফতার এবং প্রার্থীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলির পাল্টাপাল্টি অভিযোগের মধ্যেই শ্রীরামপুরের এই ঘটনাকে ঘিরে কমলপুরে নতুন করে রাজনৈতিক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

আগরতলা ও কুমারঘাটে ১ কোটির নেশাদ্রব্য উদ্ধার, আটক চার

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে রাতভর পুলিশি অভিযানে প্রায় ৩ হাজার বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রীর আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। ঘটনায় চারজনকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি তিনটি গাড়িও উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে কুমারঘাটের শুভদৃষ্টি হোটেলে অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করা হয়। রাত প্রায় ২টা নাগাদ তাঁদের থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পুলিশের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় মাদক মজুতের বিষয়ে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই পরে জেলা পুলিশ সুপারের উপস্থিতিতে কুমারঘাট শহরের একটি বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়।

পুলিশের দাবি, ওই অভিযানে একটি গাড়ি থেকে প্রায় ৩ হাজার বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি আরও দুটি গাড়ি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে তিনটি গাড়ির নম্বরপ্লেট নিয়েও অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, উদ্ধার হওয়া নেশাজাতীয় সামগ্রী কুমারঘাটের আশ্রমপল্লী এলাকার পিকলু বড়ুয়ার বাড়িতে মজুত রাখা হয়েছিল। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত এখনও চলছে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

ঘটনার পর কুমারঘাটে মাদক কারবার নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, পেঁচারথল নাকা হয়ে দীর্ঘদিন ধরেই কুমারঘাটের দিকে বিভিন্ন ধরনের নেশাসামগ্রী প্রবেশ করছে। যদিও এসব অভিযোগের সত্যতা তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে।

সম্প্রতি ঊনকোটি জেলার সাংবাদিকদের একটি প্রতিনিধি দল জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দিয়ে মাদক ও বার্মিজ সিগারেটসহ বিভিন্ন নেশাসামগ্রীর প্রবেশ রুখতে কঠোর পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছিল। এর পরেই এই অভিযান হওয়ায় বিষয়টি নিয়ে এলাকায় আলোচনা শুরু হয়েছে।

এদিকে অভিযানের সময় হোটেলে এক পৌর এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের উপস্থিতি নিয়ে স্থানীয় কয়েকটি সূত্রের দাবি সামনে এসেছে। এমনকি আটক ব্যক্তিদের ছাড়ানোর জন্য প্রভাবশালী মহল থেকে তদ্বিরের অভিযোগও উঠেছে। তবে এসব অভিযোগের কোনও সরকারি নিশ্চিতকরণ পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধেও কোনও আনুষ্ঠানিক অভিযোগের কথা পুলিশ জানায়নি।

অন্যদিকে সম্প্রতি কুমারঘাটের এক সাংবাদিক সামাজিক মাধ্যমে একটি হোটেলে দেহব্যবসার অভিযোগ তুলেছিলেন বলে জানা গেছে। যদিও ওই পোস্টে কোনও হোটেলের নাম উল্লেখ করা হয়নি। ফলে বর্তমান অভিযানের পর সামাজিক মাধ্যমে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। তবে ওই অভিযোগের সঙ্গে বৃহস্পতিবারের অভিযানের কোনও সরাসরি যোগ রয়েছে কি না, তারও কোনও প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি।

ভোরে সাংবাদিকরা থানায় গিয়ে অভিযানের বিষয়ে জানতে চাইলে পুলিশ বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেনি বলে অভিযোগ। পরে কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডেভিড দেববর্মা জানান, শুভদৃষ্টি হোটেল থেকে চারজনকে ডিটেন করা হয়েছে। তাঁদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই প্রায় ৩ হাজার বোতল ফেন্সিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। আরও দুটি গাড়িও উদ্ধার হয়েছে বলে তিনি জানান।

পুলিশ জানিয়েছে, চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে তদন্তের স্বার্থে এখনও আটক ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। এখন তদন্তকারীদের সামনে মূল বিষয় হল উদ্ধার হওয়া ফেন্সিডিলের উৎস, তিনটি গাড়ির মালিকানা ও ব্যবহার, আটক ব্যক্তিদের ভূমিকা এবং এই মাদক কারবারের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা। হোটেল ও থানার সিসিটিভি ফুটেজও তদন্তের আওতায় রয়েছে বলে জানা গেছে। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধারের এই ঘটনায় কুমারঘাটে মাদক কারবারের নেটওয়ার্ক নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। তদন্ত এগোলে এই চক্রের সঙ্গে আরও কারও যোগ রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট হতে পারে।

জগৎরামপুরে ঘুমের মধ্যে গায়ে অ্যাসিড পড়ে গুরুতর আহত যুবক

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: কাঠালিয়া ব্লকের জগৎরামপুর এডিসি ভিলেজে ঘুমন্ত অবস্থায় গায়ে অ্যাসিড পড়ে গুরুতর আহত হলেন সুনীল পদ ত্রিপুরা (৩৫)। বর্তমানে তিনি আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কীভাবে অ্যাসিডের বোতল পড়ে এই ঘটনা ঘটল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

জানা গেছে, জগৎরামপুর এডিসি ভিলেজের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুনীল পদ ত্রিপুরা। তাঁর বাবার নাম ব্রজহরি ত্রিপুরা। বুধবার, ২৪ সেপ্টেম্বর রাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে তিনি ঘরে শুয়ে পড়েন। ঘরের জানালা খোলা ছিল বলে জানা গেছে। আচমকাই জানালার দিক থেকে রাবারের কাজে ব্যবহৃত অ্যাসিডের একটি বোতল পড়ে তাঁর শরীরে লাগে। এতে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়।

অ্যাসিডে ঝলসে যাওয়ার পর যন্ত্রণায় চিৎকার শুরু করেন সুনীল। তাঁর চিৎকার শুনে পরিবারের সদস্য ও আশপাশের লোকজন ছুটে এসে তাঁকে দ্রুত মাইক্রোশাপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে। পরিবারের সদস্যরাও তাঁর সঙ্গে রয়েছেন।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই জগৎরামপুর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কীভাবে অ্যাসিডের বোতল জানালা দিয়ে পড়ে সুনীলের গায়ে লাগল, তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ঘটনার পিছনে ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকতে পারে। আবার কেউ কেউ পারিবারিক বিবাদ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পন্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী পালন বিজেপি কার্যালয়ে

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: ভারতীয় জনসংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও একাত্ম মানববাদের প্রবক্তা পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি। আজ কৃষ্ণনগরস্থিত প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব ও কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত বিজেপি নেতৃবৃন্দ। তাঁর জীবন, কর্ম, রাজনৈতিক দর্শন ও সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য তাঁর অবদানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তব্যে বিজেপি নেতৃত্ব বলেন, রাজস্থানের একটি সাধারণ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেও দীনদয়াল উপাধ্যায় তাঁর চিন্তা, নীতি ও আদর্শের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ছাপ রেখে গিয়েছেন। তাঁর প্রবর্তিত ‘একাত্ম মানববাদ’ বিজেপির আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনের অন্যতম ভিত্তি বলেও উল্লেখ করা হয়। বক্তারা দাবি করেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন সরকার এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানববাদের দর্শনের প্রতিফলন রয়েছে। বিশেষ করে সমাজের পিছিয়ে পড়া ও প্রান্তিক মানুষের উন্নয়নে ‘অন্ত্যোদয়’-এর ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম শুধু বিজেপির কার্যকর্তাদের জন্য নয়, দেশের সমাজজীবন ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার বিষয়। দেশ, সমাজ ও মানুষের জন্য তাঁর নিরলস কাজ এবং দেশাত্মবোধ আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

দলের কার্যকর্তাদের উদ্দেশে নেতৃত্বের আহ্বান, দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জীবন, কর্ম ও রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে আরও বেশি করে জানা এবং তাঁর আদর্শকে মানুষের কাছে তুলে ধরা। তাঁর নীতি, আদর্শ ও চিন্তাধারা দলের কার্যকর্তাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস বলেও উল্লেখ করা হয়। অনুষ্ঠানে দীনদয়াল উপাধ্যায়ের ‘একাত্ম মানববাদ’ ও ‘অন্ত্যোদয়’-এর ভাবনাকে সামনে রেখে সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষের কল্যাণে কাজ করার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

লেক চৌমুহনীতে পুলিশের নাকা চেকিংয়ে ১৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার, বাজারমূল্য প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: পুলিশের নাকা চেকিংয়ের সময় সন্দেহজনক একটি গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আগরতলা শহরে। পশ্চিম থানার পুলিশের অভিযানে মোট ১৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। পুলিশের দাবি, উদ্ধার হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৯৬ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে পশ্চিম থানার নাইট মোবাইল প্যাট্রোলে ছিলেন সাব-ইন্সপেক্টর মনীশ পাল। কর্ণজঞ্জী এলাকায় মোবাইল প্যাট্রোলিংয়ের সময় বিভিন্ন যানবাহনে চেকিং চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই সময় টিআর-০১- বিবি-০৬৭০ নম্বরের একটি গাড়িকে থামার সংকেত দেওয়া হলেও চালক গাড়ি না থামিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ।

পুলিশের দাবি, গাড়িটি ঘুরে কর্ণজঞ্জী এলাকা পেরিয়ে বাইপাস হয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশের মোবাইল প্যাট্রোলিং দল গাড়িটির পিছু নেয়। কিছুটা দূরে গিয়ে চালক গাড়িটি ফেলে পালিয়ে যায়। এরপর গাড়িটিতে সন্দেহজনক কিছু রয়েছে বলে পুলিশের মনে হলে বিষয়টি পশ্চিম থানার ওসি সঞ্জিৎ সেনকে জানানো হয়। রাতেই গাড়িটিকে নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়। পরে গাড়ি থেকে সন্দেহজনক গন্ধ পাওয়ায় বিষয়টি আরও গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখে পুলিশ।

পশ্চিম থানার ওসি সঞ্জিৎ সেনের নেতৃত্বে পুলিশ এবং ফরেনসিক দলের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্বাধীন সাক্ষীদের উপস্থিতিতে গাড়িতে তল্লাশি চালান। তল্লাশির সময় গাড়ির ভিতর থেকে বিপুল সংখ্যক প্যাকেটে থাকা সন্দেহজনক গাঁজা উদ্ধার করা হয়। ওজন করে দেখা যায়, মোট ১৯২ কেজি গাঁজা রয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ম্যাজিস্ট্রেট ও সাক্ষীদের উপস্থিতিতে উদ্ধার হওয়া গাঁজা আইন মেনে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় এনডিপিএস আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। গাড়ির মালিক ও চালকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, গাঁজার চালানটি ত্রিপুরার দক্ষিণ দিকের কোনও এলাকা থেকে আসতে পারে। তবে কোথা থেকে গাঁজা সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং কোথায় পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা চালককে গ্রেপ্তারের পর জিজ্ঞাসাবাদ করে স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছেন পশ্চিম থানার ওসি। বর্তমানে পলাতক চালক ও গাড়ির মালিকের সন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মতিনগরে মহিলার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে সোনার চেইন, নগদ টাকা ও স্মার্টফোন ছিনতাইয়ের অভিযোগ

সোনামুড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর: মহিলার গলায় ছুরি ঠেকিয়ে সোনার চেইন, নগদ ১৩ হাজার টাকা ও একটি স্মার্টফোন ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এলাকারই এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি সোনামুড়া থানাধীন মতিনগর এলাকার বলে জানা গেছে।

অভিযোগকারী মহিলা মন্টি সরকারের দাবি, রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তিনি ঘুমিয়ে পড়ার পর এলাকার যুবক লিটন দাস দরজা ভেঙে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করেন। এরপর তাঁর গলায় ছুরি ঠেকিয়ে সোনার চেইন, নগদ ১৩ হাজার টাকা এবং একটি স্মার্টফোন নিয়ে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। মন্টি সরকারের অভিযোগ, গলায় ছুরি ঠেকিয়ে রাখায় আতঙ্কে তিনি সেই সময় চিৎকার করতে পারেননি। পরে তাঁর চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

অভিযোগকারীর দাবি, তাঁর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে কাজের সূত্রে সৌদি আরবে রয়েছেন। তিনি বর্তমানে তাঁর বৃদ্ধ মায়ের সঙ্গে মতিনগর এলাকায় বসবাস করেন। বাড়িতে স্বামী না থাকার বিষয়টি অভিযুক্ত যুবক জানত এবং সেই সুযোগেই এই ঘটনা

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোহনপুরে সেবা সংকল্প কর্মসূচিতে প্রবীণদের সংবর্ধনা,সম্মান জানালেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর : মানুষের কল্যাণ এবং সমাজের শেষ সারিতে থাকা মানুষের উন্নয়নই ভারতীয় জনতা পার্টির মূল লক্ষ্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপির মাসব্যাপী ‘সেবা সংকল্প’ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ মোহনপুর মণ্ডলের উদ্যোগে মোহনপুর মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী রতনলাল নাথ। অনুষ্ঠানে প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময়ও করেন মন্ত্রী।

রতনলাল নাথ বলেন, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে বিজেপি শুধুমাত্র জন্মদিন উদযাপন হিসেবে দেখছে না। মানুষের সেবার সংকল্প নিয়েই মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধি হিসেবে ২৫ বছরের দীর্ঘ কর্মজীবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেভাবে দেশের সাধারণ মানুষ এবং সমাজের শেষ সারিতে থাকা মানুষের উন্নয়নের কথা চিন্তা করেছেন, তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলেও তিনি দাবি করেন।

তিনি বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিজস্ব আদর্শ ও দর্শন রয়েছে। কেউ পুঁজিবাদে, কেউ সমাজতন্ত্রে, আবার কেউ সাম্যবাদে বিশ্বাস করে। বিজেপির দর্শন হল মানুষের সার্বিক কল্যাণ এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন।

মন্ত্রী বলেন, শুধু রাস্তা তৈরি, ভবন নির্মাণ, স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, শিল্প গড়ে তোলা কিংবা জিডিপি বৃদ্ধি পেলেই উন্নয়ন সম্পূর্ণ হয় না। মানুষের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক এই চারটি দিকের সমন্বিত বিকাশই প্রকৃত উন্নয়ন।

তিনি আরও বলেন, সমাজের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের তারা জনজাতি , তফসিলি জাতি, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি কিংবা সাধারণ সম্প্রদায়েরই হোন উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। যাদের ঘরে পানীয় জলের সংযোগ নেই, মাথার ওপর পাকা ছাদ নেই কিংবা দু’বেলা পর্যাপ্ত খাবারের নিশ্চয়তা নেই, তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন না হওয়া পর্যন্ত সামাজিক সেবার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে।

একাত্ম মানব দর্শন-এর কথা উল্লেখ করে রতনলাল নাথ বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ এবং পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের চিন্তাধারাতেও মানুষের সার্বিক কল্যাণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রবীণ নাগরিকদের সম্মান জানানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সমাজ গঠনে প্রবীণদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের সম্মান জানানো, তাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা এবং এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে তাঁদের মতামত নেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রবীণ নাগরিকদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাঁদের হাতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শাল তুলে দেওয়া হয়।

রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা বিপদগ্রস্থ মানুষের সেবায় সচেষ্ট: পরিবহণ মন্ত্রী

আগরতলা, ২৫ সেপ্টেম্বর: সচেতনতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে কিভাবে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমিয়ে আনা যায় সে সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করা এবং বিভিন্ন সরকারি সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে সমাজের একেবারে অন্তিম ব্যক্তি পর্যন্ত সবাইকে অবহিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই কাজগুলি করা গেলে সমাজ নানাভাবে উপকৃত হবে।

আজ সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিশালগড়ের নতুন টাউনহলে সড়ক নিরাপত্তা ও সচেতনতা বৃদ্ধি বিষয়ক অনুষ্ঠানের সূচনা করে একথা বলেন পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি বলেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার সর্বদা বিপদগ্রস্থ মানুষের সেবায় সচেষ্ট। দুর্ঘটনাগ্রস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য রাহ বীর, পিএম রাহাত ইত্যাদি প্রকল্প কার্যকর রয়েছে।

এই প্রকল্পগুলি সম্পর্কে যথাযথভাবে মানুষকে সচেতন করতে হবে। পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, বিশালগড় মোটরস্ট্যান্ডকে নতুন করে সাজানো হবে। পরিকাঠামো বিকাশের পাশাপাশি মানুষের জীবন সুরক্ষায় সরকার দ্রুত গতিতে কাজ করছে। তিনি জানান, বিভিন্ন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় থেকে শুরু করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সড়ক নিরাপত্তা ও সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচি আয়োজিত হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল। এছাড়াও সড়ক সচেতনতা, গাড়ি চালানোর সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা বজায় রাখা এবং চালকের সিট বেল্ট বাঁধা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের আইজি মঞ্জাক ইপ্পার।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিধায়ক তফাজ্জল হোসেন, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি পিন্টু

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শারদোৎসব ঘিরে উদয়পুরে প্রশাসনের বৈঠক প্রতিমার উচ্চতা ও চাঁদা সংগ্রহে একাধিক নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ সেপ্টেম্বর: আসন্ন শারদীয়া উৎসবকে সামনে রেখে উদয়পুর মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে ক্লাব সভাপতি, সম্পাদক ও প্রতিনিধিদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেল ৩টায় উদয়পুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উদয়পুর শহর ও শহরতলির প্রায় ৪০টি ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক অথবা প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবল দেবরায়, উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন শিল্পী দাস, টেপানিয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ঝর্ণা রানী দাস, উদয়পুর মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায়, টেপানিয়া ব্লকের বিডিও অর্জুন দেবনাথ, কিল্লা ব্লকের বিডিও কমল দেববর্মা, উদয়পুর মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ডিসিএম শুভঙ্কর দেববর্মা এবং ট্রাফিক দপ্তরের ডিএসপি তরুণ দাসসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা।

আলোচনা সভায় আসন্ন দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে আইনশৃঙ্খলা, যান চলাচল, চাঁদা সংগ্রহ, পুজো মণ্ডপ ও প্রতিমার উচ্চতা, রাতের নিরাপত্তা এবং প্রতিমা নিরঞ্জনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অন্যান্য বছরের মতো এ বছরও প্রতিমার সর্বোচ্চ উচ্চতা ২০ ফুট এবং পুজো মণ্ডপের সর্বোচ্চ উচ্চতা ৪০ ফুট রাখা হবে। পুজোর আগেই সংশ্লিষ্ট থানার কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সংগ্রহ করে সেই নম্বর চাঁদা সংগ্রহের রসিদ বইয়ে ছাপিয়ে নিতে হবে। কোনওভাবেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে চাঁদা সংগ্রহ করা যাবে না। দাতাদের সম্মতি ও মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে চাঁদা সংগ্রহ করার জন্যও ক্লাব উদ্যোক্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুজো মণ্ডপের নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রতিটি ক্লাব কমিটি থেকে দুজন স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশের সঙ্গে রাতের টহলে সহযোগিতা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। বড় মণ্ডপগুলিতে সিসি ক্যামেরা, পানীয় জল এবং প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখার জন্যও ক্লাব উদ্যোক্তাদের অনুরোধ করেন মহকুমা শাসক ত্রিদীপ সরকার এবং উদয়পুর পুর পরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার।

এদিকে উদয়পুর পুর পরিষদের পক্ষ থেকে পুজোকে কেন্দ্র করে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতার আয়োজনের কথাও জানানো হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ক্লাবকে যথাক্রমে ৫০ হাজার, ৩০ হাজার এবং ২০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। পাশাপাশি আরও ১০টি ক্লাবকে ১০ হাজার টাকা করে সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।

শুধু উৎসব আয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থেকে সামাজিক কর্মকাণ্ডেও ক্লাবগুলিকে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। প্রতিটি ক্লাবের উদ্যোগে বস্ত্রদান, রক্তদান শিবির, স্বচ্ছতা অভিযান, স্বাস্থ্য শিবিরসহ বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণের জন্য উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

প্রতিমা নিরঞ্জনের ক্ষেত্রেও সময়সীমা মেনে চলার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়। প্রত্যেক ক্লাব ও উদ্যোক্তাকে রাত ১০টার মধ্যে প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সভায় সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে পুজোর দিনগুলিতে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের বিষয়টি তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি উৎসবকে শান্তিপূর্ণ, সুশৃঙ্খল ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য ক্লাবগুলির প্রতি আহ্বান জানানো হয়। শহর ও শহরতলির অধিকাংশ ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক ও প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে বৈঠকে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামতও গ্রহণ করা হয়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 26-09-2026, 00:42